CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 January 2022 ■ আগরতলা ২১ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৭ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## নৈশ কারফিউতে পুলিশ

নাইট কারফিউ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আগরতলা শহরে পুলিশের তৎপরতা। বৃহস্পতাবর সন্ধ্যারাতে তোলা নিজস্ব ছবি।

# রাজ্যে করোনায় মৃত্যু আরও সাত ব্যাপক ঘাটতি জনসচেতনতায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে ভীষণ চিন্তিত করেছে রাজ্যবাসীকে। করোনা আক্রান্তের মৃত্যু ত্রিপুরায় লাগাতর বেড়েই চলেছে। অবশ্য, সুস্থতাও গতি তীব্র করেছে। তবুও, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৮৬৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৮৪২ জনকে নিয়ে মোট ৮৭০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৯১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১০৯৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১৮৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা সামান্য কম হওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হারও কমে হয়েছে ১৩.৬১ শতাংশ। গতকাল ৮৯০৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১২৪২ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১৩.৯৪ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০৯ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৬১৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৫৩৮৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৬৮৪৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.১৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯১.১১ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় সাত জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া পাঁচটি জেলায় শতাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে অপহৃত স্কুলছাত্রীর হদিশ নেই চারদিন পরও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** বিশালগড়ের আড়ালিয়ার দশম শ্রেণীর ছাত্রী অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। গত সোমবার গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ওই নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করেছিল।

অপহরণের পর চার দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে অপহৃতের পরিবারের তরফ থেকে বিশালগড় মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। রফিকুল ইসলাম নামে এক যুবক ওই নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করেছে বলে মহিলা থানার পুলিশকে অবহিত করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা।

নাবালিকা অপহরণের সংক্রান্ত মামলা দায়ের করার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৬:৩০ নাগাদ ওই নাবালিকার মোবাইল ফোন থেকে অপহৃত পরিবারের লোকজনদেরকে হুমকি দেওয়া হয় অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করে না নিলে অপহৃত নাবালিকাকে জীবিত অবস্থায় ফেরত পাওয়া যাবে না। এ ধরনের হুমকি ফোন পাওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আজ ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** আগামীকাল ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস। শুধু তাই নয় এবছর পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এর আগে ত্রিপুরা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হিসেবে ছিল। তখন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মদের আসরে বচসা, আহত গাড়ি চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** মদের আসরে বচসার জেরে হামলায় আহত হয়েছেন এক গাড়ি চালক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার পুলিন পুর বাজার এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার রাতে একটি গ্যারেজের ভিতরে মদের আসরে বসেন সঞ্জীব দাস, নির্মল দাস সহ আরো বেশ কয়েকজন।

তারা সেখানে আকণ্ঠ মদ্যপান করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ২৪ জানুয়ারি চারদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন সংঘ-প্রধান মোহন ভাগবত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা সফরে আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। চারদিনের প্রবাসে ত্রিপুরায় আসছেন তিনি। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি ২০১৭ সালে ত্রিপুরা সফরে এসেছিলেন।

সূত্রের খবর, আগামী ২৪ জানুয়ারি বিকেলে মোহন ভাগবত ত্রিপুরায় আসছেন। আগরতলায় তিনি সেবাধামে থাকবেন। ২৭ জানুয়ারি ফিরে যাবেন তিনি। চারদিনের প্রবাসে এসে তিনি ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন স্তরের প্রচারকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক সূত্রের খবর, কোভিডের প্রকোপে তাঁর প্রকাশ্য জনসভার কার্যসূচি বাতিল করা হয়েছে।

সূত্রের দাবি, সংঘ-প্রধান মোহন ভাগবত ত্রিপুরা সফরে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বিজেপির জেলা স্তরেও কমিটি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও করোনার তৃতীয় ঢেউ-এর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময় সকলের প্রচেষ্টার ফলে তা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনেও সকলের সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলন এই আশা ব্যক্ত করেন প্রদেশ বিজেপি-র সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দাড়িয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ৫ জনের একটা কমিটি ঘোষণা করেছেন। সেই কমিটির কনভেনার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রদেশ বিজেপি-র সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য-কে। কমিটির বাকি সদস্যরা হল তাপস মজুমদার, ঝর্না দেববর্মা, নবাদল বনিক ও রজত পাল। ইতিমধ্যে এই ৫ জনের কমিটি বৈঠক করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মহা লোক আদালত কাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ফের রাজ্যে বসছে লোক আদালত। আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যে বসছে মহা লোক আদালত। রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৬৬ টি বেঞ্চে ১৯,৪০৫ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই মহা লোক আদালতে বিচারাধীন মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা , ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত মামলা, মীমাংসাযোগ্য ফৌজদারি মামলা, ব্যাঙ্ক ঋণ সংক্রান্ত প্রাক-মামলা বিরোধের বিষয়সমূহ, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধ, চেক বাউন্স-এর মামলা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। তাতে ন্যূনতম জরিমানার ৫০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ সুযোগ গ্রহন করা যাবে।

তিনি বলেন, মহা লোক আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৩,২২৬ টি মামলা, এম এ সি টি মামলা ২৬৮ টি, ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত ১০,৮১৮ টি মামলা, জমির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জানুয়ারি।।** স্বামী স্ত্রীর কলহের জেরে এক যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিলোনিয়া শহরের নন্দীপাড়া এলাকায়।

বিলোনীয়া পৌরপরিষদের তিন নং ওয়ার্ডের নন্দী পাড়াতে সুভাষ রায় বর্মন নামে জনৈক যুবকের বাড়িতে স্বামীর স্ত্রীর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয় এর পর মুহূর্তে ঘরের মধ্যে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অন্যান্যরা বস্তা চাপা দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

সঙ্গে সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশী মিলে সুভাষ রায় বর্মন কে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে, কর্তব্যরত চিকিৎসক সুভাষের অবসা আশংকা জনক দেখে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সুভাষের স্ত্রী তার একমাত্র কন্যা সন্তান কে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যেতে লাগলে এলাকাবাসী বাঁধা দেয় এতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নিখোঁজ ব্যক্তির কঙ্কাল মিলল কল্যাণপুরে, জনমনে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জানুয়ারি।।** বৃহস্পতিবার সাতসকালে কল্যাণপুরের শান্তিনগর পঞ্চায়েত এর সোনাছড়ার পরিত্যক্ত সেগুন বাগানে এক নর কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের দেহের পোশাক দেখে সনাক্ত করা হয় ওই খুলি ও হাড়গোড় খোকন দেবনাথের (৪৮)। তার মূল বাড়ি কল্যাণপুর হলেও সে নুতন করে বাড়ি করেছিল খোয়াই চেবরীর বাসন্তী টিলা তে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ ওই পরিত্যক্ত জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে কতিপয় ব্যক্তি নরকঙ্কাল টি প্রত্যক্ষ করেন।

এর পর পুলিশ কে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে যায়। জানা গেছে গত ১৯ জুন থেকে খোকন বাসন্তী টিলার বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলো। গত ২১জুন সেই মর্মে তার বাড়ির লোকজন খোয়াই থানায় নিখোঁজ ডাইরিও করেছিল। কিন্তু এর পর থেকে পুলিশও তার খোঁজ পায় নি। কল্যাণপুর থানার পুলিশ আজ সোনাছড়াতে নরকঙ্কাল উদ্ধার এর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় প্রায় চল্লিশ হাত উঁচু একটি গাছের সাথে দুইটা গামছা বাধা এবং কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পানীয় জল ঃ ঋষ্যমুখে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জানুয়ারি।।** পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গিরিবাসীদের। ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কথা বার বার জানিয়ে কাজের কাজ না হওয়ায়, বৃহস্পতিবার সাত সকালেই পথ অবরোধে সামিল হলো গিরিবাসীরা।

খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছুটে যাওয়ার পর ক্যামেরা খুলতেই জ্বলে উঠে ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেব। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ক্যামেরা বন্ধ রাখার জন্য বার বার ধমকাতে শুরু করে।অশালীন আচরণ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে ব্লক বিডিও র।পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধের ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের মানিরামপুর এডিসি ভিলেজে পঞ্চায়েতের অধীন ভাস্কর পাড়াতে। দীর্ঘদিন পানীয় জলের সমস্যা, সমাধানের কোন উদ্যোগ নেই। বার বার পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক জয়ন্ত দেবকে সংশ্লিষ্ট এলাকার গিরি বাসীরা আবেদন করে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে না আসার পর , এলাকার গিরিবাসীরা জলের ট্যাঙ্কি , কলসি, নিয়ে পথ অবরোধ করে বসে। পথ অবরোধ করার পরেই টনক নড়লো ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক জয়ন্ত দেবের সাথে সাথে জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক জয়ন্ত দেব ছুটে আসে অবরোধ স্থলে। তাদেরকে দেখা মাত্রই প্রমিলা বাহিনীরা স্লোগান দিতে থাকে , জল চাই, জল দাও। পানীয় জলের ব্যাবস্থা করো।

এখানেও একপ্রকার ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক জয়ন্ত দেব অবরোধ কারীদের একপ্রকার ধমকের সুরে অবরোধ কারীদের স্লোগান বন্ধ করতে বলেন। অবরোধকারী প্রমিলা বাহিনীরা, জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ও ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক জয়ন্ত দেবের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিরা টিকাকরণ অভিযান খতিয়ে দেখলেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের বিশেষ টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। সেই অভিযানের অন্তর্গত টিকাকরণ কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্যগণ।

তিনদিনব্যাপী কোভিড-১৯ টিকাকরণ বিশেষ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ গোমতী জেলার বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯-২১ জানুয়ারি এই বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫-১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের দ্রুততার সঙ্গে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসা হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আয়োজিত টিকাকরণ কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও যে টিকাকরণ হচ্ছে তাতে সংশ্লিষ্ট বয়সের ছেলেমেয়েদের টিকাকরণ

করানোর লক্ষ্যে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আজ গোমতী জেলার তিনটি টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এগুলি হলো ভগিনী নিবেদিতা বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউট ও মাতাবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। উল্লেখ্য, কোভিড টিকাকরণের তিনদিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচির সহায়তায় মাতাবাড়ি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫-১৮ বছরের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধনী, পঠন পাঠন, শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি প্রবহমান ঘটনাবলি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বয়সসীমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোভিড টিকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ছাত্রছাত্রীরা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন করেন। কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১০৬ ◘ ২১ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ৭ মাঘ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## টেলিকম সংস্থাগুলির দ্বিচারিতা বন্ধ হোক

দেশের সরকার যখন দেশের জনগণকে ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত করিতে চাহিতেছে ঠিক সেই সময়ে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থাগুলি যেভাবে মাসল বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।আমাদের দেশে আজও সব মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মিটে নাই। খেতে না পাইয়া অপুষ্টিতে ফি বছর বহু মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সব মানুষের জন্য দু'বেলা পেট ভরা খাবারের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নাই! তাহার পরিবর্তে দেশের মানুষকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিবাস্বপ্ন দেখানো হইতেছে। সগর্ব ঘোষণা, ভবিষ্যতে দেশের গ্রাম শহরে ছড়াইয়া থাকা ব্যাঙ্কের শাখা আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ যাবতীয় আর্থিক লেনদেন করিবেন অনলাইনে, ডিজিটাল মাধ্যমে। এটা নাকি এমনই এক আধুনিকতা যাহার মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন বিপ্লব আসিবে। সন্দেহ নাই, পরিকল্পিত এজেন্ডা নিয়া এগতে চাইছে সরকার। এই পরিকল্পনার আসল কথাই হইল, দেশের গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনযাত্রার মান সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। অর্থনীতির বারোটা বাজানো মৃত্যুঘণ্টা ফাঁস হইয়া ঝুলিবে মধ্যবিত্তের গলায়। সরকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের সেবায় মগ্ন থাকিবে। এটাই স্বপ্নের আধুনিক ভারতের ছবি। যাহার একটি স্তম্ভ ডিজিটাল লেনদেন।

একথা ঠিক, আমাদের এই প্রাচীন দেশে আর্থিক লেনদেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এক সময়ে পণ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন হতো। তারপরে এল ধাতুর ব্যবহার। পরে ধাতুর জায়গা নিল মুদ্রা। তারপর কাগজের নোট। এই নোট বা টাকার আদানপ্রদানই এখন অধিকাংশ মানুষের লেনদেনের মূল চাবিকাঠি। এই ব্যবস্থা পাল্টে দিতে চাইছে সরকার। এ নিয়া কোনও দ্বিমত নাই যে, আজকের দিনে প্রযুক্তির হাত ধরিয়া অনলাইন আদানপ্রদান ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে।তাহা অনেক সুবিধাজনকও। এই ব্যবস্থা যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তাহা দেখা উচিত যে কোনও সরকারেরও। বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষা বলিতেছে, ১৩৫ কোটি মানুষের এই দেশ জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উন্নত দেশের চেয়ে কয়েক ধাপ পিছাইয়া রহিয়াছে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসহ বাচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মেটাইবার দায়িত্ব পালনের কথাও বলা আছে। সেই দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও তাহা অনেকক্ষেত্রেই অধরা। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজ নেই কোটি কোটি মানুষের। প্রত্যেক গ্রামে এখনও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়িয়া ওঠেনি। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, একটা সমাজকে উন্নত আধুনিক করিয়া তুলিতে হইলে সে দেশের ঘরে ঘরে প্রাথমিক শিক্ষার আলোটুকু পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরি। সে সব না করিয়া এদেশে কী করিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল লেনদেন সম্ভব? দেশের সব গ্রামে এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কের শাখা নাই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের একটা অংশের মানুষ কোনওদিন ব্যাঙ্কের দরজায় পা রাখেননি। তাঁহাদের যা আয় তাহা লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের এমন করুণ ছবি যেখানে স্পষ্ট সেখানে এইসব মানুষের কাছে দৈনিক যাবতীয় লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে করা জাগিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিবার মতো বিষয়। ডিজিটাল লেনদেনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ। তাতে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা বাধ্যতামূলক। দেশের কত পরিবারের কাছে সে সুযোগ রহিয়াছে? এছাড়াও যাঁহারা প্রবীণ মানুষ তাঁহাদের অনেকের পক্ষেও-বা কতটা ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সড়গড় হওয়া সম্ভব? মুশকিল হইল, আমজনতা যাহি বুঝিতে পারে, সরকারের বিশেষজ্ঞ মাথারা তা বোঝেন নাতেমনটা নয়। আসলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে পিছনে রাখিয়া দেশের গায়ে আধুনিকতার ছাপ দিয়া সস্তা কৃতিত্ব পাইতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার সরকারের নীতি হইল, দেশের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া বাইরের চাকচিক্য প্রদর্শন। এর আর একটা উদ্দেশ্য হইল, ডিজিটাল আদানপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয় বিপুল সংখ্যক কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটা। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ এবং সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। পুরো মাত্রায় ডিজিটাল লেনদেন চালু হইলে তাহাতে যে ষোলোকলা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। মানুষের ভোগান্তি, সুবিধা অসুবিধা নিয়া অবশ্য এই সরকারের কোনও মাথাব্যথা নাই। দেশবাসীকে প্রকৃত অর্থেই ডিজিটালাইজেশনের করিতে হইলে টেলিকম সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে। যখন তখন মোবাইল ফোনের চার্জ বাড়াইয়া দিলে জনগণের পক্ষে তা ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ফলশ্রুতিতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া করিবার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হইবে।

## ১৬০-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, উচ্ছ্বাস ব্যক্তি করে কোভিড-বিধি মানার আহ্বান মনসুখের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): দেখতে দেখতে ভারতে ১৬০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। টিকাকরণ অভিযানের নতুন মাইলফলকে পৌঁছনোর পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য টুইট করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান। একইসঙ্গে দেশবাসীর কাছে মনসুখের আহ্বান, টিকা নেওয়ার পরও কোভিড-বিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।

করোনার প্রকোপের মধ্যেও আগের তুলনায় ধীর গতিতে চলছে ভারতের টিকাকরণ। মন্থর গতিতে চললেও, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৯২ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫৯.৬৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫৯,৬৭,৫৫,৮৭৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। দুপুর ২.৩৫ মিনিট নাগাদ টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান। ভারতে ১৬০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করেছে টিকাকরণ। টিকা নেওয়ার পরও কোভিড-বিধি মেনে চলুন।

## সাংরুরের ধুরি থেকে লড়বেন ভগবন্ত মান, ঘোষণা আপ-এর

মোহালি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে সাংরুরের ধুরি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মান। বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালের দলের পক্ষ থেকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন মোহালিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে আপ নেতা রাঘব চাড্ডা জানিয়েছেন, আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মান সাংরুর জেলার ধুরি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হতে চলছেন তা গত মঙ্গলবারই জানিয়ে দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল জানান, পঞ্জাবে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলেন সাংরুর লোকসভা আসনের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান। কিন্তু, ভগবন্ত কোথা থেকে লড়বেন, তা অজানা ছিল। এরপর বৃহস্পতিবার জানানো হল, সাংরুর জেলার ধুরি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভগবন্ত মান। উল্লেখ্য, ১৪ ফেব্রুয়ারির বদলে ২০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে পঞ্জাবে।

# জীবন মৃত্যুর লড়াই দেখছি

**পার্থময় চ্যাটার্জী**

সকালে খবরের কাগজ খুললেই চমকে ওঠার মতো খবর। এই রাজ্যে রোজ রোজ লাফিয়ে চলেছে অমিক্রন, সংখ্যা। রাজ্যের সাড়ে দশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে তিরিশ চল্লিশ হাজার প্রতিদিন নতুন সক্রমিত হচ্ছে। কোনো পার্সেন্টেজেইত্তপরে না। এর আগেও তো এই ইনফরয়েগা জীবাণু ছিল। তখনও প্রতি পাড়ায় প্রতি বছর প্রচুর মানুষের সর্দি কাশি জবর হয়েছেত্তও হচ্ছে শুনেছি। এখন সর্দি কাশি হলেই নাকি করোনা হয়েছে। সেদিনের সেই সর্দি কাশি জ্বর কোথায় গেলো তবে?

মনে আছে একটা রোগের কথা যা ঘরে ঘরে হতো, নাম কনজাংটিভাইটিস যা কেউ বলতো চোখ ওঠা, কেউ বলতো জয় বাংলা। কতো মানুষ এই ভাইরাসজনিত ইনফেকশন থেকে চোখের রোগে ভূগেছিলেন। মনে আছে হেপাটাইটিস রোগের বিস্তারের কথা! মনে আছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু জনিত আক্রান্তের হিসেব! আজ দেশের যত মৃত্যু হচ্ছে তার বেশিরভাগ কারণ দেখানো হচ্ছে কোভিড ১৯। এখন নিমুনিয়াতে মৃত্যু নেই, ফ্লু, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গু বা মেলেরিয়ায় মৃত্যু কোথায়? এই রোগগুলিকে কি কোভিড গ্রাস করে নিয়েছে? করোনা ভ্যাকসিন এলো আমরা নিলাম। ৮০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েছে বা নিচ্ছে। জায়গায় ১৪৫০ টাকা, অথচ করোনা মুক্তি হয়নি পুথিবী। তবে এত ঘটা করে টিকাকরণের মনে কি?

সারা বিশ্বে এখন একটাই প্রধান ব্যবসা, মেডিক্যাল কেন্দ্রিক ব্যবসা। বেশ জমিয়ে চলছে। মেডিসিন, ভ্যাকসিন, বুস্টার ছাড়াও বেড়ে গেছে মাস্ক, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, পাসেনাল প্রোটেস্টিভ ইকুইপমেন্টস, রেপিড এন্টিজেন টেস্ট কিট, এগুলোর ব্যবসা এখন রমরমিয়ে চলছে। নসল ড্রপ বাজারে নেই, প্যারাসিটামল একশো গুন উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এত যজ্ঞের পরেও কিন্ত এই রোগটাকে মারা যাচ্ছেনা কেনো? আমার মনে হয় এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে এত

বড় ধুম ধাম করে আর কোনো জীবাণু তাড়ানো হয়নি। দেশে দেশে যুদ্ধ কমে গেছে এখন যুদ্ধ চলছে কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে। এর জয়ের মুখ কবে দেখবো আমরা? যোদ্ধ অস্ত বিক্রি নেই, এখন জীবাণু ধ্বংস কারীঅস্ত্র বিক্রি সারাপৃথিবীতে। ইনফ্লুয়েপা চিরদিনই খুব সংক্রমণ রোগ, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি হাঁচি কাশি থেকে রোগ ছড়ায়, এটাও পরীক্ষা নাও হতে পারে, আক্রান্ত ব্যক্তি রিপোর্ট নেগেটিভ দেখে বেরিয়ে পড়লো আর শয়ে শয়ে মানুষ আক্রান্ত হলো। তাই অবিলম্বে এই ঘরে নিজে টেস্ট করার পদ্ধতিটি বন্ধ করা উচিত কারণ এটাও একটা জীবাণু ছড়ানোর কারণ।

যে ভাবে এই জীবাণু মানুষের শরীরে বিস্তার করছে তাতে আর বেশি দেরি নেই আবার লকডাউন ঘোষণা হতে। মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা আর পৌরসভা নির্বাচনের পরে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে প্রশাসনকে আবার একটা পূর্ণ লকডাউন করবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টিকাকরণের পরও? মানুষ খাবে কি? কর্মহীন দিন আবার আসছে কি? সোসিয়াল মিডিয়া টেলি মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখি অনেকেই বলছে যে এটা কোনো অসাধারণ রোগ নয় এটা আগেও ছিল এখনও আছে, এটাও বলছে যে এই ভ্যাকসিন আগামী প্রজন্মের উপর খারাপ প্রভাব পরবে, মাস্ক ব্যবহার করা উচিত নয়, আবার শুনছি এটা ভয়ঙ্কর রোগ, আমরা সাধারণ মানুষ কোন দিকে যাব। এর মধ্যে ডাক্তার বিশ্বরূপ রায় চৌধুরী নামক এক ইন্টারভিউ দেখলাম বেশ কয়েটি উনি তো এই কোভিড-১৯কে মানছেনলই না। আমরা কোনটাকে বিশ্বাস করবো?

খবরের কাগজ খুললেই দেখি দিনে সারা বিশ্বে কোভিড রোগে কতজন মারা গেছে, হলো, তারসাথে থাক ভারতে দিনে কতো আক্রান্ত হলো, কতো মারা গেলো, আর এই রাজও দিনে কতো আক্রান্ত, কতো সুস্থ, কতো মারা গেলো সব হিসাব খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের সব খবর এই কাগজ ওয়ালাদের কাছে থাকে। বিশ্বের ১৯৫টা দেশের ৮০০ কোটি মানুষের প্রতিদিনের খবর এনারা রাখেন। সত্যি দক্ষতাকে সম্মান করতে হয়। আমি নত জানু হয়ে এনাদের কাছে আবেদন করবো এই ভয়ঙ্কর জীবাণুর খবর যেমন দিচ্ছেন তেমনি নিচের বিষয় গুলির ব্যাপারে যদি বিশ্ববাসীর কাছে একটা সঠিক খবর দিতে পারেন তবে আমরা সাধারণ মানুষ খুব খুব উপকৃত হবো, জানতে পারবো দেশের ভবিষ্যত, নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত। বিষয়গুলি বিশ্বব্যাংকের কাছে কোন দেশের কতো ঋণ আছে? বিশ্বব্যাংকে কোন কোন ব্যক্তি ও সংস্থার টাকা খাটে? সেই সংস্থার মালিক কারা। ওয়ার্ড হেলথ ফাউন্ডেশন-এর মাথায় কোন কোন দেশ ও কৌন কোন ব্যক্তি আছে? যে সকল দেশ ও সে দেশের যে সকল সংস্থা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে তাদের মালিক কারা?

বিশ্বব্যাংকের কাছে ভারতবর্ষের ঋণের পরিমাণ কতো? কোন কোন দেশ কাদের কাছে কতো টাকার ভ্যাকসিন বিক্রি করেছে। আমার মনে এই প্রশ্ন আসার কারণ দ্রব্য মূল্য যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের বেচে থাকা দূরহ হয়ে গেছে। ভ্যাকসিন কিনতেই দেশের প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই আগামী দিনে আমাদের রোগের উপর দেশের ১৩৮ কোটি মানুষেরমধ্যে এই ভ্যাকসিন সরকার যদি বিনে পয়সায় দিতে চায় তবে তো সরকারের সেই টাকাজন্যই জ্বালানি তল, ভোজ্য তেল সহ নিত্য সংস্থা বিক্রি হচ্ছে, সিনিয়র সিটিজেন সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে, জমানো টাকায় উপর সুদের জীবনদায়ী ওষুধ বিনে পয়সায় সরবরাহ করছে। আমরা রোগের বিরুদ্ধে ও জীবনধারণের জন্য লড়াই করে আর কতদিন টিকে থাকবো সেটাই এখন একটা বড় প্রশ্ন হয়ে মনে উঁকি দিচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত

**সুমন ভট্টাচার্য**

মালাইকা আরোরা-র সঙ্গে কি অর্জুন কাপুরের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে? 'ছাইয়া ছাইয়া'-র নায়িকা না কি দুঃখে চারদিন অন্তঃপুরেই রয়েছেন। মোবাইল বা কম্পিউটার খুললেই স্ক্রিন জুড়ে এই ধরনের খবরে প্লাবন। হঠাৎ করে মনে হতে পারে, অনিল কাপুরের ভাইপো ও বলিউডের এই ফ্লপ হিরোরা জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বারোমাস্যা-ই বোধহয় দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যা। গালওয়ানে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের চেয়েও বড় জাতীয় সংকটের থেকে অবস্য ভারতীয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা রেহাই পেলেন—যখন বিকেলের দিকে অর্জুন কাপুর সবার হৃদয়ে ঝাড়ু বাম লাগিয়ে তাঁর এবং মালাইকা আরোরা-র যুগ্ম ছবি 'পোস্ট' করলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার এই আবর্জনার স্তূপই কি আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ? যেখানে গুগল খুললেই বা ফেসবুক স্ক্রুল করলেই আপনাকে দেখতে হয় আফ্রিকার কোথায় কোন তরুণী যৌনতার সময় কী অবিনব কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তার অবিশ্বাস্য এবং আজগুবি বিবরণ।

মনে হয়, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি বা সামাজিক অসাম্য নয়, আফ্রিকার মতো মহাদেশের 'ডমিনেটিং ফিচার' হচ্ছে যৌনতা এবং যৌনতা। গুগল, ফেসবুকের মতো টেক-দৈত্যর ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে, বিজ্ঞাপনের যাবতীয় বাডস্ব নিজেদের কোলে টেনে নেওয়ার লক্ষ্যে এই যে ইন্টারনেটকে ধাপার মাঠ বানানো,সুখের কথা এবার ভারতেও তার বিরুদ্ধে নড়াচড়া শুরু হল।

গত সপ্তাহেই 'কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া' গুগলের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরাহা করতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই তদন্তের সমর্থনে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' বা 'দ্য হিন্দু'-র মতো সংবাপত্রগোষ্ঠী যেভাবে সম্পাদকীয় বক্তব্য ছেপেয়ে, ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যৌথ মঞ্চ যেভাবে বিবৃতি দিয়েছে, আশা করা যেতে পারে, এবার কিছুটা সুরাহা হবে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির আশা, অস্ট্রেলিয়া যেভাবে আইন-প্রণয়ন করে টেক-দৈত্যদের একচেটিয়া মুনাফা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে, আমাদের দেশেও এবার সেই প্রক্রিয়া শুরু হল। মনের রাখতে হবে, অস্ট্রেলিয়া তো করেইছে, ফ্রান্সেও সংবাদ মাধ্যগুলির সঙ্গে চুক্তি করতে গুগল এবং পেশবুক বাধ্য হয়েছে। ভারতে কী হতে পারে, সোজ্ট বুঝতে গেলে আগে জানতে হবে অস্ট্রেলিয়ায় কী হয়েছে, বা ফ্রান্সেই কী মডেল অনুসৃত হচ্ছে?

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যমগুলি এই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুকু করে ২০১৭ সালে। কারণ পরিসংখ্যান বলছিল, গত ১৫ বছরে অস্ট্রেলিয়ায় সংবাদ মাধ্যমের রোজগার কমেছিল ৭৫ শতাংশ, ১২৫ টি আঞ্চলিক সংবাদপত্র 'ছাপা'-র কাজ বন্ধ করে দিয়ে অনলাইন প্রকাশনায় চলে যায়। এর জেরে কত লোকের যে চাকরি চলে গিয়েছিল, কত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন, তা বলা মুশকিল। কারণ, কোনও সংবাদপত্র ছাপা বন্ধ করে দিলে শুধু যে সাংবাদিকরা বিপদে পড়েন, তা তো নয়। পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত আরও অনেকে। ছাপাখানার কর্মীদের বিপাকে আসে সেই দেশের পার্লামেন্ট। দল-মত নির্বিশেষে। অস্ট্রেলিয়া পার্লামেন্ট সদস্যরা দীর্ঘ শুনানি এবং আলোচনার পরে যে আইন তৈরি করে, তাতে গুগল এবং ফেসবুক প্রথমে তীব্র আপতিত করলেও পরে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য হয়। ফেসবুক প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের গ্রাহকদের জন্য খবর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল, এবং ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে সেই পর্বও ওই উপমহাদেশকে দেখতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৫ দিনের বয়কট চলার পরে মার্ক জুকেরবার্গের কোম্পানি বাধ্য হয় অস্ট্রেলিয় সংবাদমাধ্যমগুলির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে। অর্থাৎ নিজেদের রোজগারের থেকে বড় অংশ অস্ট্রেলিয় সংবাদ মাধ্যমগুলির সঙ্গে এখন ভাগ করছে, শুধু গুগল নয়, ফেসবুকও।

অস্ট্রেলিয় অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিও বেশ কিছুদিন থকেই সরব। গুগল এবং ফেসবুক যেভাবে আমাদের দিকে 'খবর' ঠেলতে থাকে, এবং সেই খবর পৌঁছনোর দৌলতে বিজ্ঞাপন বাবদ যে রোজগার হয়, দুটো নিয়েই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির আপত্তি। প্রথম বিষয়টি নিয়ে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' যা লিখেছে, তা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রে কেন ইন্টারনেট খবরের নামে মিথ্যা, অর্ধসত্য, 'হেট স্পিচ' বা ঘৃণা ও বিদ্বেষের খবরে ভরে থাকবে? গুগল বা ফেসবুক অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের জন্য যা করেছে, ভারতের মতো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট বাজারের জন্য সেই সতর্কতা কেন অবলম্বন করা হবে না? অর্থাৎ আমাদের স্মার্টফোন বা কম্পিউটার যাতে আবর্জনায় ভরে না যায়, 'ফেক নিউজ' আর 'অর্ধসত্য' খবর থেকে যাতে রেহাই পায়, সেজন্য গুগল বা ফেবসুবক কেন ব্যবস্থা নেবে না? ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রথম দাবির সঙ্গে আসলে দ্বিতীয় দাবিটি সম্পূরক। অর্থাৎ প্রথম দাবিটি যদি হয় ইন্টারনেটকে আবর্জনা-মুক্ত করার, তাহলে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবাদমাধ্যমগুলি যেহেতু দায়িত্বশীলভাবে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করে, তাদের সঙ্গে চুক্তি করে ভাগ করে দেবে না? অর্থাৎ ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির যুক্তি এবং বক্তব্য খুব পরিস্কার ইন্টারনেট থেকে খারাপ জিনিস হটাও, আর যারা ভাল জিনিস দিচ্ছে, তাদের উপযুক্ত অর্থ দাও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি যা চাইথে, ফ্রান্সে কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই চুক্তি হয়েছে। টেক দৈত্যরা 'লে মন্ড' -এর মতো সংবাদপত্র সহ ৩০০টি সংবাদ মাধ্যমে জোটের সঙ্গে যুক্তি সই করেছে বিজ্ঞাপনের অর্থ ভাগ করার জন্য। ইউরোপের আর একটি বড় দেশ, ইংল্যান্ডেও গুগল নিজেদের নতুন পরিষেবা গুগল শোকেস আনতে চলেছে। এই গুগল শোকেসের জন্য ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে 'দ্য গার্ডিয়ান', 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট'-এর মতো সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিও চূড়ান্ত তাহলে যা অস্ট্রেলিয়ায় হয়েছে, ফ্রান্সে সংবাদ মাধ্যমগলি বিজ্ঞাপনের অর্থের যে ভাগ পাচ্ছে, ব্রিটেনে যে মডেল চূড়ান্ত ১৩০ কোটির দেশে ভারত সেই ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত কেন হবে? একন গুগল বা ফেসবুক যে বিপুল অর্থ বিজ্ঞাপন সূত্রে রোজগার করছে, তার ভাগ আরও বেশি করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিকে দেবে না?

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির যৌথ মঞ্চের দাবির সমর্থনের সওয়ালও খুব স্পষ্ট আমাদের সাংবাদিকরাই খবর সংগ্রহ করে, খবর ছিক কি না, সেটা যাচাই করে, 'কোয়ালিটি কনটেস্ট' মানে লেখা বা ভিডিও তৈরি করে। তাহলে সেই 'খবর' দেখিয়ে, মানে ইন্টারনেটে নিজেদের প্ল্যাটফর্মে রেখে তোমরা বিজ্ঞাপন-বাবদ যে অর্থ আয় করছ, তার আমাদের প্রাপ্য অংশ আমাদের কেন দেবে না? এতদিন টেক দৈত্যদের জবাব ছিল, আমরা দুনিয়া জুড়ে 'বাজার' তৈরি করেছি বলে, তোমাদের খবর লোকের কাছে পৌঁছেচ্ছে, লোক 'খবর' পড়ছে বা দেখছে, আমাদের দৌলতেই তোমাদের খবর, ভিডিও সব জায়গায় যাচ্ছে। ফলে আমরা যা দিচ্ছি, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। কিন্তু সম্প্রতি গুগলের নিজের একটা পরিসংখ্যান টেক-দৈত্যদের সেই অহংকারী ঘোষণাকে চুরমার করে দিয়েছে। গুগলের পরিসংক্যান বলছে, তাদের ট্র্যাফিকের ৪০ শতাংশ আসে শুধু খবর পড়তে। অর্থাৎ গুগল যত লোক ব্যবহার করে, বা গুগলের পরিষেবা যতজন নেয়, সেই অনুযায়ী রোজগার কেন ভাগ হবে না? ভারতে 'কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া'র গুগলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়তো এই পথে হাঁটার এবং টেক দৈত্যদের নিয়ন্ত্রণ করার দিকে প্রথম সিদ্ধান্ত। অস্ট্রেলিয়া যা পেরেথে, ফ্রান্স যা করেছে, আমরা তা পরিব না কেন?(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিআরটিসির এমডির সাথে বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন ইপিএফ পেনসনার্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

# লক্ষ লক্ষ টাকার পাইপ কেলেংকারীর অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জানুয়ারী।।** একজন সরকারি কর্মচারী হলেই সব কিছু করা যায়। হোক আইনের বিরুদ্ধে কিংবা আইনের পক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্যে আদা কেলেঙ্কারি সহ ঢেউটিন কেলেঙ্কারির ঘটনা রয়েছে। তার মধ্যে আবার

দিন দুপুরে পাইপ কেলেঙ্কারিতে ব্যস্ত ডিডব্লিওএস দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বিনা অনুমতিতে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের সরকারি পাইপ গাড়ি বুঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে ডিডব্লিওএস -এর এক আধিকারিকের বন্ধুর কাছে। এ যেন রীতিমত প্রকাশ্যে হাতসাফাই। অতীতেও রাজ্যে বহুবার একাধিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নাম।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমার ১৮ মুড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার কাজ যখন শুরু হয় তখন মুঙ্গিয়াকামী ঙ্গচছ -এর অন্তর্গত এলাকার উপর দিয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার কাজ শুরু হওয়ার ফলে মাটির নিচে থাকা লোহার জলের পাইপ গুলিকে দপ্তরিকভাবে উঠিয়ে এনে রাখা হয়েছিল মুঙ্গিয়াকামী ডিডব্লিওএস-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন ধরে সাংবাদিকদের নজরে আসে যে, সড়কের কাজ শুরু হওয়াতে সড়কের নিচ থেকে উঠিয়ে আনা পাইপগুলি থেকে বিনা অনুমতিতে গাড়ি যোগে দু-তিনটে করে পাইপ কোথাও যেন পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সংবাদিকরা এই বিষয়ে জানতে মুঙ্গিয়াকামীস্থিত ঙ্গচছ -এর অফিসে যায়। এবং এই বিষয়ে ছঙ্গঞ্জ অমরপ্রেম জমাতিয়ার নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান,"যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত কোনো এক জায়গায় ছঙ্গঞ্জ অমরপ্রেম বাবুর বাড়ির পার্শবর্তী কোনো এক জায়গায় ওনার এক বন্ধু কাজ করছে, সেহেতু ছঙ্গঞ্জ অমরপ্রেম বাবুর নিকট তার বন্ধু নাকি পাইপ হাওলাত চেয়েছে এমনকি তিনি সাফ জানিয়ে দেয় এ বিষটা উনি দেখবেন, যখন পাইপের দরকার পড়বে, তখন তার বন্ধু নাকি তাকে আবার সেই পাইপ ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন একটাই প্রশ্ন আদৌ কি এসডিও অমরপ্রেম বাবু সরকারি পাইপ বন্ধুকে হাওলাত দিয়েছেন নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনো বড় রহস্য, আর যদিও অমরপ্রেম সরকারি পাইপ বিনা অনুমতিতে হাওলাত দিয়ে থাকেন, তাহলে এটাই দেখার বিষয় দপ্তর উনার এই অবৈধ কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে কি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নাকি অমরপ্রেম বাবুর এই চুরির কীর্তিকলাপ অব্যাহত থাকে। অমরপ্রেম জমাতিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা সরকারি পাইপ বিনা অনুমতিতে হাওলাত দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা তেলিয়ামুড়া মহাকুমা জুড়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে।।

# দু-বছরের কন্যা-সন্তানকে বুকে বেঁধে শিলচরের অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদীতে ঝাঁপ মায়ের, ব্যাপক উদ্ধার অভিযান এসডিআরএফের

শিলচর (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : দু-বছরের কন্যা-সন্তানকে বুকে বেঁধে বরাক নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন জনৈক জননী। শিলচর শহরে বরাক নদীর অন্নপূর্ণাঘাট সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক এই ঘটনা। মা সোমারানি নমশুদ্র (৩২) ও তাঁর মেয়েকে জীবন্ত উদ্ধার করতে বরাকে ব্যাপক তালাশি-অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ। এই খবর লেখা পর্যন্ত তাদের কোনও সন্ধান পায়নি এসডিআরএফ-এর অভিযানকারী দল।

ঘটনাকে কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং দুটি পরিবারে চাঞ্চল্য ও হাহাকার বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল সাড়ে তিন- চারটা নাগাদ জনৈক মহিলা কোলের ছোট এক শিশুকে বুকে কাপড় দিয়ে বেঁধে আচমকা নদীতে ঝাঁপ দেন। নদী তীরবর্তী মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি থানায় জানিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে নদীতে নামেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে পুলিশ এবং এসডিআরএফ-এর দল আসে।

পুলিশের কাছে জানা গেছে, নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগে সোমারানি যেখানে বসেছিলেন সেখানে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। ব্যাগ থেকে একটি ব্যাঙ্কের পাসবুক উদ্ধার করেন তাঁরা। এই পাসবুক থেকে ঠিকানা দেখে যোগাযোগ করা হয় তার স্বামী সুজিত নমশূদ্রের সঙ্গে। খবর পেয়ে পৌঁছেন সুজিত। অনস্পট পুলিশের প্রাথমিক জেরায় পেশায় ঠেলাচালক সুজিত নাকি জানান, পৌষ সংক্রান্তির আগে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সোমা করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়ায় তাঁর বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সংক্রান্তির পর বাবার বাড়ি থেকে তাঁর অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে যান তিনি। গতকাল ঘটনার দিন সকাল ১১টায় দুল্লভছড়া থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তাঁর স্ত্রী। শিলচরে তিনি তাঁর স্ত্রী সোমার অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু ঘরে ফেরেননি তিনি। হঠাৎ স্ত্রী ও মেয়ের নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার খবর পেয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, পুলিশকে জানান স্বামী সুজিত নমশূদ্র। তাঁর দাবি, স্ত্রী সোমার সঙ্গে তাঁর কোনও ঝগড়াঝাটি হয়নি, মতানৈক্যও হয়নি কোনওদিন। কী কারণে সোমা এ ধরনের এক পথ বেছে নিয়েছেন, তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না, পুলিশি জেরায় বয়ান সুজিতের।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শিলচর এসেছেন সোমার ভাই সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। তাঁরা জানান, পেশায় ঠেলাচালক সুজিত নমশূদ্রের মূল বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার শনবিল এলাকায়। শিলচর শহরে ইটখলাঘাট এলাকায় প্রায় সাত বছর ধরে সপরিবারে ভাড়া ঘরে থাকেন। প্রেম করে তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে সুজিত ছিল বিবাহিত। প্রথম পত্নীর দুটি সন্তানও আছে। ভাইয়ের অভিযোগ, সোমা যখন দুল্লভছড়ায় বাবার বাড়িতে ছিল, তখন সুজিত নাকি তার স্ত্রী সোমাকে বার বার চাপ দিচ্ছিল, যে কোনওভাবে ৩০ হাজার টাকা যেন নিয়ে আসে। তিনি বলেন, মূলত নিজের দু-বছরের মেয়ের নামে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলেন সোমা। ওই টাকা ব্যংক থেকে তুলে নিয়ে আসার জন্য বার বার চাপ ও ধমক দিয়ে সুজিত বলছিল, টাকাগুলি নিয়ে না আসলে পরিণাম ভালো হবে না। ভাইয়ের ধারণা, সম্ভবত গতকাল শিলচরে আসার পর সুজিতের সঙ্গে ওই ৩০ হাজার টাকা নিয়ে চরম ঝগড়া হয়েছে। তাই হয়তো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তাঁর বোন সোমা।

# গোয়ায় ৩৪টি প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির সানকেলিম থেকে লড়বেন প্রমোদ সাওয়ান্ত

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৩৪ জন প্রার্থীর নামের তালিকা ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, সানকেলিম থেকে লড়বেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। প্রয়াত মনোহর পার্কিরের পানাজি আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে আতানাসিও মনসেরাত্তে 'বাবুশ''-কে। মনোহর পার্কিরের ছেলে উৎপল পার্কিরকে টিকিট দেয়নি শীর্ষ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার সময় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেছেন, 'উৎপল পার্কিরকে আরও দু''টি বিকল্প দেওয়া হয়েছিল। অন্য বিকল্প নেওয়া উচিত ছিল তাঁর, এটা আমার মতামত।'

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির গোয়া নির্বাচনের ইনচার্জ দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং ১৪ ফেব্রুয়ারির গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছেন। অরুন সিং বলেছেন, "ছ"জন বর্তমান বিধায়ককে টিকিট প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।' প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পার্কিরের ছেলে উৎপল, যিনি তাঁর বাবার নির্বাচনী এলাকা পানাজি থেকে টিকিট চেয়েছেন, প্রথম তালিকায় জায়গা পাননি। বিজেপি পানাজি আসন থেকে আতানাসিও মনসেরাত্তেকে প্রার্থী করেছে এবং সাওয়ান্ত সরকারের মন্ত্রী জেনিফার মনসেরাত্তে তালেইগাও থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রতাপ সিং রাণের ছেলে এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, বিশ্বজিৎ রানে ভালপোই বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিশ্বজিৎ রাণের স্ত্রী দিব্যা রাণে প্রতাপ সিং রানের শক্ত ঘাঁটি পোরিয়াম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রানে সিনিয়র গত ৫০ বছর ধরে পোরিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উল্লেখ্য, গোয়া বিধানসভার বাকি ছ"টি আসনের জন্য বিজেপি প্রার্থীদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করবে বলে জানানো হয়েছে।

# গোয়ায় স্থিরতা এনেছে বিজেপি, আপ ও তৃণমূলকে বিঁধলেন ফড়নবীশ

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়ায় স্থিতিশীলতা এনেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মনোহর পার্কির স্বর্ণিম গোয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ করার কাজ করে চলছে বিজেপি। বললেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির গোয়া নির্বাচনের ইনচার্জ দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। একইসঙ্গে আম আদমি পার্টি ও তৃণমূলকেও আক্রমণ করেছেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরের সাংবাদিক সম্মেলনে দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেছেন, এখন গোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিও এসে গিয়েছে, সেই দল মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোট করেছে। তৃণমূল যে ধরনের রাজনীতি করেছে, গোয়ার জনগণ সেই রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিকে খোঁচা দিয়ে ফড়নবীশ বলেছেন, গোয়ায় তৃতীয় যে দল নির্বাচনের জন্য এসেছে সেই দল হল আপ পার্টি। আম আদমি পার্টির মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুধু মিথ্যা বলে।' কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেছেন ফরনবীশ। তাঁর কথায়, 'গোয়ায় কংগ্রেস সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি কেলেঙ্কারি হয়েছে। এমন একটি দিন যায়নি যেদিন গোয়ায় বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হয় না। গোয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে কংগ্রেস।' মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, বিগত ১০ বছর ধরে গোয়ায় স্থিরতা ও উন্নয়নের মূলমন্ত্রকে যথার্থ রূপ দিয়েছে বিজেপির সরকার।

# ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ৩.১৭-লক্ষাধিক, দ্রুত বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩.১৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, রোজই বাড়ছে মৃত্যু-মিছিলও। বুধবার সারাদিনে ভারতে অনেকটাই বেড়েছে সংক্রমণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৩২ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪৯১ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৬.৪১ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৯২,৪০,৫১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৯৩,০৫১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৫.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৯২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৯,৬৭,৫৫,৮৭৯ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯,২৮৭-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৯১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৭,৬৯৩ জন (১.২৮ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,২৩,৯৯০ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৫৮,০৭,০২৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৬৯ শতাংশ। নতুন করে ৩,১৭,৫৩২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৮২,১৮,৭৭৩ জন।

# অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদের সমাধান, এবার মিজোরাম ও অরুণাচলের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ : মুখ্যমন্ত্রী

হাফলং (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম-মিজোরাম এবং অসম-অরুণাচল সীমা বিবাদ সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য শীঘ্রই রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ইতিমধ্যে মেঘালয়ের সঙ্গে সীমা সমস্যা সম্পর্কে এক সমাধান সূত্র বের হয়েছে। আজই দিল্লিতে সন্ধ্যা ছয়টায় তিনি এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে বসবেন। বৈঠকে দুই সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত-প্রতিবেদন দাখিল করবেন তাঁরা, জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি ফিরে যাওয়ার আগে হাফলঙে এই খবর দিয়ে সাংবাদিকদের জানান, সীমা বিবাদ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তাঁর কার্যকালে অসম-মিজোরাম ও অসম-অরুণাচল সীমা বিবাদ রাজ্য সরকার নিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম হবে বলে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী। অসম-নাগাল্যান্ড সীমা বিবাদ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের সীমা বিবাদ এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই অসম-নাগাল্যান্ড সীমা সমস্যার সমাধান সুপ্রিমকোর্টেই সম্ভব, বলে তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল বুধবার হাফলঙে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে দীর্ঘদিনের অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদ সমস্যার সমাধান সূত্রের ওপর সহমত পোষণ করা হয়েছে। এবার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবগত করতে আজ সন্ধ্যা ছয়টায় তিনি এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী করনাড সাংমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাইবেন যাতে সাংবিধানিক ভাবে দীর্ঘদিনের অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদের অবসান ঘটে।

উল্লেখ্য, অসম-মেঘালয়ের বিবাদমান ছয়টি স্থানের সীমা সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত ফর্মুলা গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

# কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'ক্যাডার রুলস' সংশোধনীর প্রতিবাদ জানিয়ে মোদীকে দ্বিতীয় চিঠি মমতার

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : সর্বভারতীয় স্তরের আমলাদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ম 'ক্যাডারস রুল'-এ বদল আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের সেই সংশোধনীর প্রতিবাদ জানিয়ে গত ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এর মধ্যেই কেন্দ্রের তরফে এই সংশোধনী প্রস্তাবকে আরও কঠোর করা হয়। নিয়মের নয়া রদবদলকে 'দানবীয়' বলে উল্লেখ করে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখলেন বাংলা মুখ্যমন্ত্রীর। জানালেন, "কেন্দ্রের এই সংশোধনী প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী। এই কাঠামোকে নষ্ট করবে।"

তৃণমূলের মতে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়েই আমলাতন্ত্রের পরিকাঠামোতে পরিবর্তন করতে চাইছে কেন্দ্র। এতে কেন্দ্র-রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দিয়ে গোটা দেশেই আমলাদের নিজেদের হাতে নিতে চাইছে মোদী সরকার। যার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। ফের সপ্তাহের মধ্যেই সেই বিষয়ে চিঠি দিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মমতা। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৫৪ সালে আইএএস (ক্যাডার) আইন সংশোধন নিয়ে অনড় কেন্দ্র। এই আইন সংশোধন আসলে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত।

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে প্রথমবার চিঠি দিয়েছিলেন ১৩ জানুয়ারি। ২০ জানুয়ারি ফের বিষয়টিতে ক্ষোভ জানিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবারের দেওয়া চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, আমলারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রতিটি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই প্রেক্ষিতে যদি তাদের গতিপথ কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কাজের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হবে। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরোধ আরও বাড়বে। রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে কোনও আমলাকে কেন্দ্র যদি সরিয়ে নেয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে রাজ্যের অধিকারের হস্তক্ষেপ। তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রেও বিপদজ্জনক।

কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনের প্রশ্নে সাধারণ ভাবে রাজ্যের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আমলা মহলের অনেকে। তাঁদের যুক্তি, রাজ্যের সম্মতি বা ছাড়পত্র না-থাকলে কোনও আইএএস বা আইপিএস অফিসার কেন্দ্রের ডেপুটেশনে যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু অনেকের বক্তব্য, কেন্দ্র ডেপুটেশনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত বজায় রাখলে সার্ভিস রুলের ৬(১) ধারা অনুযায়ী রাজ্যের কিছু করার নেই। দেশের রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত সর্বভারতীয় ক্যাডার অফিসারদের নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ বাধলে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই মানতে হবে রাজ্যকে।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করছেন, 'বিবাদ' এড়াতে ক্যাডার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বাধ্যতামূলক প্রয়োগের পথেই হাঁটতে চাইছে কেন্দ্র। এক বার আইএএস-দের ক্ষেত্রে সংশোধিত আইন চালু করা গেলে আগামী দিনে হয়তো আইপিএস অফিসারদের ক্ষেত্রেও তেমনই পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র। আর সেটাই বিপজ্জনক বলে মোদিকে ফের চিঠি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মমতা।

রাজ্য প্রশাসনের অভিযোগ, আইন সংশোধন করে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার পথেই হাঁটতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংশোধন হলে আমলাদের রাজ্যে নিয়োগ, কোন পদের দায়িত্বে তিনি যাবেন, এমন সব বিষয় কেন্দ্রই ঠিক করে দেবে। সেখানে রাজ্যের মতামতের প্রায় কোনও গুরুত্বই আর থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত আমলা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলে তার রাশ কেন্দ্রের হাতে এবং রাজ্যে থাকলে তা নিয়ন্ত্রিত হয় রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের উপর। কিন্তু সংশোধিত আইনে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে রাজ্য। এদিকে আবার এই সংশোধনী প্রস্তাবে আরও কিছু রদবদল ঘটায় মোদী সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের নয়া সংশোধনী অনুযায়ী, রাজ্যে কর্মরত যে কোনও আইএস, আইপিএস-সহ যে কোনও কেন্দ্রীয় আমলাকে যে কোনও সময় দেশের যে কোনও প্রান্তে বদলি করতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রের রাজ্যের অনুমতির প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকার 'রিলিজ' না দিলে কেন্দ্রের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। মোদী সরকারের এই সংশোধনী প্রস্তাবের আমলাদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতা তৈরি করবে বলে মনে করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, এই সংশোধনী কার্যকর হলে আমলাদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হবে যা তাঁদের কাজে প্রভাব ফেলবে। রাজ্যের প্রতি আর তাঁদের আনুগত্য থাকবে না।"

# অরুণাচল প্রদেশের অপহৃত নাবালককে চিনাসেনার কবল থেকে উদ্ধারের প্রয়াস ভারতীয় সেনাবাহিনীর

ইটানগর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের আপার সিয়াং জেলার আন্তর্গত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) সংলগ্ন এলাকা থেকে মিরম তারন নামের ১৭ বছর বয়সি এক ছেলে নিখোঁজ হয়েছে। চিনের সেনাবাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) অপহরণ করেছে তাকে। এক সূত্রের দাবি, তারনকে ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী এলএসিতে চিনা কর্তপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে সরকারিভাবে এই খবরের সত্যতা এখনও স্বীকার করা হয়নি। পূর্ব অরুণাচলের বিজেপি সাংসদ তাপির গাও আরও বলেছিলেন, মিরম তারনের সঙ্গে তার বন্ধু জনি ইয়াইয়িংকেও পিএলএ অপহরণ করেছিল। কিন্তু জনি ইয়াইয়িং কৌশলে পিএলএ-র কবল থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছে। বুধবার তাদের অপহরণ করা হয়েছিল বলে নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডলে খবরটি দিয়েছিলেন সাংসদ তাপির। অপহৃত নাবালককে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তিনি ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে ট্যুইটার হ্যান্ডলে তিনি লিখেছিলেন, 'আপার সিয়াং জেলার অন্তর্গত সিয়ংলা এলাকার (বিশিং গ্রাম) জিডো গ্রামের ১৭ বছর বয়সি মিরাম তারনকে ভারতীয় ভূখণ্ডের লুংতাজোড় এলাকা (২০১৮ সালে ভারতের অভ্যন্তরে তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছিল চিন) থেকে অপহরণ করেছে পিএলএ। অপহরণের ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে ভারত ভূখণ্ডের বুক চিরে প্রবাহিত সাংপো-সিয়াং নদীর কাছে (অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করলে এই নদীর নাম হয়ে যায় সাংপো সিয়াং)।'

এদিকে, পাসিঘাট পশ্চিম আসনের কংগ্রেস বিধায়ক নিনং এরিং বলেছেন, 'কথিত অপহরণের ঘটনা গুরুতর সমস্যা, যা পুনরায় শুরু হয়েছে। ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, চিনারা ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে ফের এ ধরনের দুষ্কর্ম সংগঠিত করেছে।'

# ২০২৪-র নির্বাচনেও কমলা হ্যারিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে লড়তে চান, সরকারের বর্ষপূর্তিতে জানালেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : এক বছর পূর্ণ করল আমেরিকার নতুন সরকার। দায়িত্ব নেওয়ার পর মার্কিন প্রেসেডিন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ২০২৪-র নির্বাচনেও কমলা সঙ্গে জুটি বেঁধে লড়বেন বলে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন জানান, তিনি যদি ২০২৪ সালে আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসই তার রানিং মেট হবেন। বাইডেন ভোটের অধিকার রক্ষায় হ্যারিসের রেকর্ড সমর্থন করে বলেন, আমি তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমি মনে করি তিনি খুব ভাল কাজ করছেন।এর আগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে কমলা হ্যারিস বলেছিলেন, তিনি এবং বাইডেন এখনও ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেননি। যদি বাইডেন আবার না দাঁড়াতে চান, তবে তিনিও হোয়াইট হাউসের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

উল্লেখ্য, আমেরিকার ইতিহাসে হ্যারিস, প্রথম মহিলা এবং কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ান আমেরিকান ব্যক্তি, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন জো বাইডেন।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

## মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণপর্যবেক্ষণ করলেন বিজ্ঞানীরা

দৈত্যাকার নক্ষত্রদের মৃত্যুর কথা আমরা অনেক সময়েই শুনে থাকি। কিন্তু কেমন ভাবে মৃত্যু হয় তাদের? শেষ মুহূর্তে কেমন দেখতে লাগলে ওইসব অতিকায় বৃহত নক্ষত্রদের? এইসব এতদিন দেখা যায়নি। তবে এবার এক নক্ষত্রের মৃত্যু চাক্ষুষ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কীভাবে ধীরে ধীরে একটি দৈত্যাকার নক্ষত্র ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, নক্ষত্রের মৃত্যুর শেষ পর্যায়ের দৃশ্য কেমন দেখতে হয় এইসবই ধরা পড়েছে একটি গ্রাউন্ড বেসড টেলিস্কোপে।

এই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এমনটা ঘটেছে। গবেষকরা রিয়েল টাইমে বিস্ফোরণে ফলে কোনও দৈত্যাকার নক্ষত্রের মৃত্যুর মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন।

জানা গিয়েছে, যে জায়ান্ট স্টার বা দৈত্যাকার নক্ষত্রের মৃত্যু হয়েছে, সেটি পৃথিবী থেকে ১২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছিল। এই নক্ষত্রের অবস্থান ছিল ৫৭৩১ গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের মধ্যে। নিজে নিজেই ধ্বংস হয়েছে এই অতিকায় বৃহত আকারের নক্ষত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন নক্ষত্র ধ্বংসের মুহূর্ত ছিল একেবারে নাটকীয়। ধ্বংসের পর টাইপ- ২ সুপারনোভাতে ভেঙে পড়েছে ওই দৈত্যাকার নক্ষত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এই প্রথম কোনও নক্ষত্রের মৃত্যু এত বিস্তারিত ভাবে চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত গবেষকরা।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই নক্ষত্র আকার-আয়তনে সূর্যের থেকে প্রায় ১০ গুণ বড়। বিস্ফোরণের আগে এটাই ছিল ওই নক্ষত্রের আয়তন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই নক্ষত্রের মধ্যে ছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং কোর বা কেন্দ্রস্থলে ছিল অন্যান্য আরও উপাদান। সেই সমস্ত উপাদানের মধ্যে পুড়ে যাওয়ার পর প্রবল বিস্ফোরণ হয় ওই জায়ান্ট স্টার বা দৈত্যাকার নক্ষত্রের মধ্যে। এই প্রবল বিস্ফোরণের ঘটনার সাক্ষী থাকার আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল যে এই সমস্ত লাল রঙের দৈত্যাকার নক্ষত্রগুলি সুপারনোভাতে ভেঙে যাওয়ার আগে তুলনামূলক ভাবে শান্ত হয়ে যায়। যদিও সাম্প্রতিক ঘটনা চাক্ষুষ করার পর বিজ্ঞানীদের ধারণায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। গত ৬ জানুয়ারি জায়ান্ট স্টারের মৃত্যু সম্পর্কিত এই গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গবেষণা নক্ষত্রের মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক তৈরি করেছে। এতদিন পর্যন্ত নক্ষত্রের মৃত্যুকে কেবলমাত্র হিংসাত্মক বিস্ফোরণ বা ভায়োলেন্ট ইরাপশন বলে মনে করতেন বৈজ্ঞানিকরা। এই গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের পুরোধা ছিলেন ওয়েন জ্যাকবসন গ্যালান। তাঁর কথায় সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এতদিন পর স্পষ্ট ভাবে বোঝা গিয়েছে যে বৃহত আকারের নক্ষত্রদের মৃত্যুর ঠিক আগের পর্যায়ে তাদের অবস্থা কেমন থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জগতে এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটি দারুণ ব্যাপার।

## নানা ধরনের থেরাপি

মানবদেহের প্রতিটি রোগই জিনের মিউটেশনের কারণে হয়, যা একজন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যের ডিএনএ বা ক্রোমোজোম থেকে পায়। এর মধ্যে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, বিপি, ক্যান্সার ও রক্তজনিত রোগ প্রাধান্য পায়।

জিন থেরাপি হল এই ধরনের মিউটেশনের সমাপ্তি, যার সুস্থ কোষের উপর কোন প্রভাব নেই। থ্যালাসেমিয়ায় শরীরে রক্ত থাকে না, যেখানে হিমোফিলিয়ায় যে কোনো ধরনের আঘাতের পর অবিরাম রক্তক্ষরণ হয়। উভয় রোগেই জিন থেরাপি খুবই কার্যকর। এ ধরনের রোগীদের কোনো সমস্যা দেখা যায়নি। চলুন জেনে নেই সে সম্পর্কে:

ল্যাবে দুটি ধরণের জিন থেরাপি পরিবর্তনকারী কোষ রয়েছে। প্রথম এক্স-ভিভো থেরাপিতে রোগীর কোষগুলো বের করে ল্যাবে পরিবর্তন করে রোগীর ডিএনএ-তে যোগ করা হয়। কম-বেশি জিনের কারণে ৫-১০ বছর পর রোগীর নতুন রোগ হতে পারে।

দ্বিতীয় থেরাপি ভিভোতে। এতে রোগীর ডিএনএ বা ক্রোমোজোমের গঠনে কোনো কারসাজি হয় না। অনুপস্থিত জিনের জায়গায় একটি নতুন জিন প্রবেশ করিয়ে রোগটি সংশোধন করা হয়। মনে রাখবেন আগামী প্রজন্মের মধ্যে এটির সাথে সম্পর্কিত কোনও রোগ হবে না। যেসব দেশে এ বিষয়ে আইন করা হয়েছে, সেসব দেশে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জিন-নির্ভর চুল, চোখের রঙ এবং উচ্চতা হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ২০০২ সালে সম্পন্ন হয়েছিল। দেখা গেছে যে শরীরের সম্পূর্ণ গঠন জিনের উপর নির্ভর করে। চুল এবং চোখের রঙের সাথে উচ্চতার মতো। শরীরে কোনো সমস্যা হলে প্রথমেই শনাক্ত করা হয় যে জিন থেকে রোগটি শুরু হয়েছে।

খারাপ জিন সনাক্ত করা এবং অপসারণ করা, যা সেই রোগ থেকে মুক্তি দেয়। থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়াতে, কয়েকটি নির্বাচিত জিনে ত্রুটি থাকে, যা সংশোধন করা হয়। ক্যান্সারের অনেক ত্রুটি রয়েছে যা নিরাময় করা কঠিন, চিকিতা বিজ্ঞানে কাজ চলছে।

থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, কোষ তৈরির ক্ষমতায় জিন থেরাপি কার্যকর। থেরাপি শরীরের কোষ তৈরির ক্ষমতা বাড়ায়। হার্ট অ্যাটাক হলে হৃতিণ্ডের সুপ্ত কোষগুলিকে সক্রিয় করার জন্য এখনও গবেষণা চলছে।

দুটি হিট হাইপোথিসিস ক্যান্সার সৃষ্টি করে। প্রথম রোগীর জিন্সে একধরনের সমস্যা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে, যখন একজন ব্যক্তি অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অনিদ্রা সহ জীবনধারা সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন। এমতাবস্থায় ধ্যান, সাত্ত্বিক খাদ্যাভ্যাস এবং রুটিন মেনে চললে অনেক রোগ এড়ানো যায়।

প্রোটিন তৈরির জন্য আপনি কতটা শারীরিকভাবে সক্ষম হবেন, তা অনেকটাই নির্ভর করে বাহ্যিক কারণের পাশাপাশি জিনের গঠনের ওপর। জিন কোষের ক্রোমোজোমে অবস্থিত।

এগুলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ঙ্গঞ্জ) দিয়ে গঠিত। এটি এক ধরনের জৈবিক অণু। ৩০ থেকে ৪০ হাজার জিন্স রয়েছে। এটি কোষগুলিকে নির্দিষ্ট ধরণের প্রোটিন যেমন এনজাইম তৈরি করতে নির্দেশ করে।

## আপনাকে খুশকি ও ব্রণের সমস্যা থেকে খুব সহজে মুক্তি দেবে

মেথি শাক, জেনেনিন বিস্তারিত শীতে খুশকির সমস্যায় বেশিরভাগ মানুষই ভুগে থাকেন। তাছাড়া অল্প বয়সে ত্বকে বলিরেখা পড়া, ব্রণ, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। এসব সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে মেথি। ভেষজ চিকিতসায় মেথির ব্যবহার অনেক পুরোনো।

মেথির মতো মেথির শাকও ভীষণ স্বাস্থ্যকর। মেথি শাক শরীরকে ভেতর থেকে শুধু সুস্থই রাখে না, পাশাপাশি বাইরে থেকে ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখতেও সমানভাবে কাজ করে।

এই শাকের গুণে যেমন ত্বকের জেল্লা বাড়ে, তেমনই দূর হতে পারে খুশকি। এরই পাশাপাশি, কমতে পারে ব্রণের সমস্যা। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক রূপচর্চায় মেথি শাকের ব্যবহার সম্পর্কে-

ত্বকের যত্নে যেভাবে ব্যবহার করবেন মেথি শাক

একটি ব্লেন্ডারে কয়েকটি মেথি পাতা, এক চামচ হলুদ, দুধ আর জল দিয়ে মিশিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক ভালোভাবে মুখে মাখুন। মিনিট কুড়ি রেখে ভেজা তুলা দিয়ে মুখ মুছে নিন। নিয়মিত এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে ত্বকের যাবতীয় সমস্যা কমবে।

চুলের যত্নে যেভাবে ব্যবহার করবেন মেথি শাক

মেথি শাকে থাকা আয়রন ও ভিটামিন চুলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে। খুশকি তো দূর করেই, অকালে চুল পেকে যাওয়ার মতো সমস্যাও কমায়। চুল ঘনও করতে পারে মেথি শাক। এর জন্য প্রয়োজন মেথি তেল।

মেথি তেল তৈরি করে ফেলা যায় বাড়িতেই। একটি পাত্রে কিছুটা নারকেল তেল নিন। তার মধ্যে কয়েকটি মেথি পাতা ফেলে দিন। এবার সেই তেল ফুটিয়ে নিন আগুনে। মিনিট দশেক তেল ফোটাতে থাকুন। একটি কাচের বোতলে সেই তেল ঢেলে রাখুন। সপ্তাহে দু”বার করে মাথার তালু মাসাজ করুন এই তেল দিয়েই। কমবে খুশকির সমস্যা।

## মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সন্ধানে মার্স

রোভার পাঠিয়েছে নাসা। মার্কিন স্পেস এজেন্সির পাঠানো এই মার্স রোভারের পোশাকি নাম পারসিভের‌্যান্স। এর সাহায্যেই লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে পাথুরে নমুনা (রক স্যাম্পেল) সংগ্রহ করে তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। ভবিষ্যতে যাতে মঙ্গলগ্রহে মানুষ অর্থাত নভশ্চররা গিয়ে সফলভাবে অভিযান চালাতে পারেন, সেজন্য লালগ্রহের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তবে পারিসিভের‌্যান্স মার্স রোভারের যে মেশিনের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে রক স্যাম্পল সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেখানে কিছু নুড়ি আকারের ধ্বংসাবশেষ সমস্যা তৈরি করছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য সব ঠিকই ছিল। লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছিল সাবলীল ভাবেই। পারসিভের‌্যান্স রোভার সফলভাবে মার্সিয়ান রক বা মঙ্গলগ্রহের পাথর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিল। যে পাথর থেকে নমুনা বের করা হয়েছিল তার নাম জজ্ন্দ্রনত্র। তবে এই পাথুরে নমুনা সংগ্রহ করার পর সেই স্যাম্পেল স্টোরেজ অংশে স্থানান্তরের সময় রোভারের সেনসর কিছু সমস্যা জানান দিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল গত ২৯ ডিসেম্বর। রোভারের সেনসরে অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই মেশিন কোরিং করা বন্ধ করে দেয়। এর পাশাপাশি পৃথিবীতে এই মেশিনের মনিটরিং সিস্টেমকে গোটা ব্যাপারটা জানায় এবং পরবর্তী নির্দেশ জানতে চায়।

প্রাথমিক অসামঞ্জস্য সংক্রান্ত তথ্যের পরেও আরও কিছু ডেটা চেয়ে পাঠায় পারসিভের‌্যান্স টিম। তারা জানায় রোভারের পাথুরে নমুনা সংগ্রহ করার মেশিনের সংগ্রহশালায় বা স্টোরেজে কী সমস্যা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য আরও বিশদে তথ্য প্রয়োজন। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন যে, নুড়ি আকারের একটি পাথুরে ধ্বংসাবশেষ আসলে ওই মেশিনের রোবোটিক আর্মের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। আর তার ফলেই সাবলীল কাজকর্মে বাধা দেখা দিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, মঙ্গলগ্রহ থেকে রক স্যাম্পেল সংগ্রহ করার সময়েই এই নুড়ি আকারের ডেব্রিস স্টোরেজ অংশ থেকে রোবোটিক আর্মে পৌঁছে গিয়েছিল।

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি না তা খোঁজার জন্য প্রথম সেই গ্রহে জলের সন্ধান করেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলগ্রহের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রাণের অস্তিত্বের খোঁজে প্রথমে জলের সন্ধান করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর পাশাপাশি রক স্যাম্পেলও সংগ্রহ করা হয়েছে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের গাঠনিক পদ্ধতি এবং উপকরণ সম্পর্কে বিশদে জানার জন্যই এই পাথুরে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। লালগ্রহের বুক থেকে একজোড়া অর্থাত দুটো পাথুরে নমুনা বা রক স্যাম্পেল সংগ্রহ করেছে রোভার পারসিভের‌্যান্স। আর তা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরুর পর এর মধ্যেই মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, এই রক স্যাম্পেল অনেকদিন ধরে জলের সংস্পর্শে ছিল।

## চুল পরিচর্যায় কলা

কেবল দেহের সুস্থতায় নয় বরং চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সহায়তা করে কলা।

ঘরোয়া উপায়ে চুল ভালো রাখতে কলার তৈরি মাস্ক ব্যবহার করা যায়।

চুলের যত্নে কলার উপকারিতা

‘দ্যা বডি শপ ইন্ডিয়া’র আঞ্চলিক প্রশিক্ষক লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা বলেন ফেমিনা ডটইন’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, “এই ফল ভিটামিন, খনিজ এবং পটাশিয়ামে ভরপুর। এতে আছে ভিটামিন বি-৬, আঁশ, ভিটামিন সি, লৌহ এবং ম্যাগনেসিয়াম। এসব উপাদান চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে।”

রুক্ষাভাব কমায়: কলার চর্বি প্রাকৃতিক তেল এবং ফলিক অ্যাসিডে ভরপুর যা চুলের রুক্ষতা ও শুষ্কভাব দূর করে। কলার তৈরি মাস্ক চুলের রুক্ষভাব দূর করে চুলকে করে তোলে মসৃণ যা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

আর্দতা রক্ষা: কলা নানান পুষ্টি উপাদানে ভরপুর হওয়ায় তা মাথার ত্বক এমনকি চুলের আগাতেও ব্যবহার করা যায়। সার্বিকভাবে চুলের আর্দতা রক্ষা করতে কলার মাস্ক ব্যবহার উপকারী।

চুলের বৃদ্ধি: কলাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় তা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও রয়েছে সিলিকা যা চুলকে মোটা করে ও আগা ফাটা কমিয়ে লম্বা করতে সহায়তা করে।

শ্রেষ্ঠার মতে, “কলার ভিটামিন বি-৬ এবং ভিটামিন সি চুলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় ও মজবুত করে।”

মাথার ত্বকের সুস্থতা: কলার আর্দতা রক্ষা করার গুণ মাথার ত্বক সুস্থ ও আরামদায়ক রাখে। এতে আছে ব্যাক্টেরিয়ারোধী উপাদান যা খুশকি কমায় ও মাথার ত্বকে হওয়া ছোট ছোট দানা কমাতে সহায়তা করে।



## মহিলা রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা বেশি পুরুষ শল্যচিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে, জানাল গবেষণা



লিঙ্গবৈষম্য কি ছাপ ফেলতে পারে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে? সাম্প্রতিক একটি গবেষণা আরও জোরালো ভাবে এই প্রশ্নটি তুলে দিল। ২০০৭ থেকে ২০১২ এই ১৩ বছর ধরে কানাডার অন্টারিওর বিভিন্ন নামজাদা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসাধীন ১৩ লক্ষ মহিলা ও পুরুষ রোগীর উপর চালানো গবেষণা এই প্রশ্ন তুলেছে।

গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শল্যচিকিৎসা গবেষণা পত্রিকা ” জামা সার্জারি” -তে।

গবেষণাটি জানাল, অপারেশন থিয়েটারে মহিলা রোগীরা অনেকটাই কম নিরাপদ পুরুষ শল্যবিদের অস্ত্রোপচারে। এ ক্ষেত্রে মহিলা রোগীদের মৃত্যুর আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যায়। মৃত্যু যদি না-ও হয়, হাসপাতালে মহিলা রোগীদের সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি দিন থাকতে হয়। তাঁদের শারীরিক জটিলতাগুলিও বাড়ে। গবেষণাটি যে ১৩ লক্ষ মহিলা ও পুরুষ রোগীর উপর চালানো হয়েছে তাঁদের সকলেই ২১ রকমের সাধারণ অস্ত্রোপচারের জন্য ছিলেন অপারেশন থিয়েটারে।

গবেষণা এও জানিয়েছে, মহিলা রোগীরা যদি অপারেশন থিয়েটারে থাকেন কোনও মহিলা শল্যচিকিৎসকের অধীনে তা হলে রোগীরা বরং অনেক বেশি নিরাপদ। তাঁরা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কাও কমে অনেকটাই।

গবেষণার ফলাফল বিস্ময়কর ভাবে দেখিয়েছে, অপারেশন থিয়েটারে মহিলা শল্যবিদরা রোগী বা রোগিনীর কাছে পুরুষ শল্যবিদদের চেয়ে অনেক বেশি ভরসার পাত্রী। মহিলা শল্যবিদদের অধীনে অপারেশন থিয়েটারে মহিলা রোগী যতটা নিরাপদ ঠিক ততটাই নিরাপদ পুরুষ রোগীও।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, অপারেশন থিয়েটারে কোনও মহিলা রোগী যদি কোনও মহিলা শল্যবিদের পরিবর্তে কোনও পুরুষ শল্যবিদের চিকিৎসাধীন থাকেন তা হলে রোগিনীর শারীরিক জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় ১৬ শতাংশ, হাসপাতালে থাকার মেয়াদ-বৃদ্ধি হয় ২০ শতাংশ আর অপারেশন থিয়েটারে বা অস্ত্রোপচার শেষে কেবিনে ফেরার পর মহিলা রোগীদের মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ে ৩২ শতাংশ। আর অপারেশন থিয়েটারে যদি কোনও পুরুষ রোগী কোনও পুরুষ শল্যবিদের পরিবর্তে থাকেন কোনও মহিলা শল্যবিদের চিকিৎসার অধীনে তা হলে সেই পুরুষ রোগীদের শারীরিক জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা কমে ২ শতাংশ, মৃত্যুর আশঙ্কা কমে যায় ১৩ শতাংশ। এটা কেন হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখনও তার কারণ জেনে-বুঝে উঠতে পারেননি। তবে এর আগের বিভিন্ন গবেষণাতেও প্রায় একই ধরনের ছবি উঠে এসেছিল। ২০১৮ সালে দেখা গিয়েছিল আমেরিকার ফ্লোরিডার বিভিন্ন হাসপাতালে পুরুষ শল্যবিদের অধীনে অপারেশন থিয়েটারে থাকা মহিলা হৃদরোগীদের মৃত্যু-হার অনেক বেশি।

গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে যে সব পুরুষ সার্জেনের অধীনে অনেক মহিলা চিকিৎসক ও অনেক মহিলা রোগী রয়েছেন অপারেশন থিয়েটারে মহিলা রোগীদের অস্ত্রোপচারে তাঁদের সাফল্যের হার অন্য পুরুষ সার্জেনদের চেয়ে বেশি।

গবেষকদের ধারণা, মহিলা শল্যচিকিৎস করা পুরুষ শল্যচিকৎসদের চেয়ে অনেক বেশি রোগী বা রোগিনীর কথা ভাবেন। তাঁরা কোনও নির্দিষ্ট একটি চিকিৎসা পদ্ধতিকে আঁকড়ে না ধরে থেকে রোগী বা রোগিনীকে বাঁচানোর জন্য পুরুষ শল্যচকিৎসকদের চেয়ে বেশি মরিয়া হয়ে ওঠেন। বিকল্প চিকিতসা পদ্ধতি বা বিকল্প ওষুধ ব্যবহারে কম দেরি করেন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এমন আরও কয়েকটি গবেষণায় যদি একই রকম ছবি উঠে আসে তা হলে তার কারণ খুঁজে বার করে অপারেশন থিয়েটারের এই লিঙ্গবৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

টিএমএসইউ এর এক প্রতিনিধি দল জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের সাথে বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

# উত্তরাখণ্ড ভোটে ৫৯ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ বিজেপির, খাতিমা থেকে লড়বেন পুষ্কর

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৫৯ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। উত্তরাখণ্ড বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ৭০, তার মধ্যে বৃহস্পতিবার মোট ৫৯ জন প্রার্থীর নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি লড়বেন খাতিমা আসন থেকে।

এদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশি বলেছেন, 'ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল তখনও উত্তরাখণ্ড গঠনের বিরোধিতা করেছিল। ইউপিএ শাসনকালে উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো আচরণ করা হয়েছিল।' জোশি আরও বলেছেন, 'বিগত ৫ বছর ধরে উত্তরাখণ্ডে বিকাশ হচ্ছে। দেশের সুরক্ষায় উত্তরাখণ্ডের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার উত্তরাখণ্ডে সামরিক ধাম প্রতিষ্ঠারও কল্পনা করেছে।'

উল্লেখযোগ্য আসনগুলির মধ্যে-উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি লড়বেন খাতিমা আসন থেকে।

যমুনোত্রী আসনের প্রার্থী করা হয়েছে কেদার সিং রাওয়াতকে, গঙ্গোত্রীতে সুরেশ চৌহান, বদ্রীনাথে মাহেন্দ্র ভাট, রুদ্রপ্রয়াগে বিজেপির প্রার্থী হলেন ভরত সিং চৌধুরী, দেহরাদূন ক্যান্টনমেন্টে সবিতা কাপুর, মুসৌরিতে গণেশ জোশি, ঋষিকেশে প্রেমচাঁদ আগরওয়াল, হরিদ্বার গ্রামীণে স্বামী যতীস্বরানন্দ, আলমোরায় কৈলাশ শর্মা, নৈনিতালে সরিতা আর্য প্রভৃতি। মোট ৫৯ জন প্রার্থীর নামের তালিকা এদিন ঘোষণা করা হয়েছে।

# শুভেন্দুকে নেতাই যেতে বাধা, বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা, হলফনামা তলব হাই কোর্টের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাইয়ের শহিদ স্মরণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে পুলিশি বাধা এবং কাঁথিতে তাঁর বাড়ির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের হলফনামা চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। এই সঙ্গে, 'বিরোধী দলনেতার পদ ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদমর্যাদার সমতুল্য। রাজ্যের উচিত এই পদকে সম্মান দেওয়া।'

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের তরফে এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দেন, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে হবে রাজ্যকে।

এদিন শুভেন্দুবাবুর নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কী অবস্থান তা জানতে চান বিচারপতি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিনই এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে এই বিষয় নিয়ে যা জানাবার সেটা জানাতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারীর তরফে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল মামলা। সেই মামলায় দাবি করা হয় রাজ্য সরকার তাঁর নিরাপত্তা বিষয়টি ঠিকভাবে দেখছে না। তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে অধিকারীদের যে বাড়ি রয়েছে, সেই 'শান্তিকুঞ্জ'র নিরাপত্তা সব থেকে বেশি বিঘ্নিত হচ্ছে। সেখানে এমন ভাবে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে যা বাড়িতে কখন কে আসছে তার সব ফুটেজ ধরা পড়লেও বাড়ির সামনে থেকে বাড়ি লক্ষ্য করে কেউ কিছু ছুঁড়লে তা ধরা পড়ছে না।

একই সঙ্গে ওই বাড়ির সামনে বা আশেপাশে যেমন তীব্রস্বরে মাইক লাগিয়ে সভা করা হচ্ছে তেমনি বাড়ির আশেপাশে হাজারো সভা থেকে শুরু করে বাড়ির সামনে দিয়ে অবাধে মিছিল করার অনুমতিও স্থানীয় প্রশাসনের তরফে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এতেই বিঘ্নিত হচ্ছে 'শান্তিকুঞ্জ'র নিরাপত্তা।

এদিন আদালত এই মামলার শুনানিতে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে শান্তিকুঞ্জের সামনে বা আশেপাশে রাত ৮টার পরে যেমন আর মাইক বাজানো যাবে না তেমনি বাড়ির সামনে কোথায় সিসিটিভি বসাতে হবে সেটা ওই বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে। একই সঙ্গে ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যাতে আর মিছিল না যায় বা বাড়ির সামনে যাতে আর সভা না হয় সেটা স্থানীয় প্রশাসনকে দেখতে হবে।

শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ ছিল, আদালতের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে লালগড়ের নেতাইয়ে 'শহিদ স্মরণ' কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার শুনানিপর্বে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, গত ৭ জানুয়ারি নেতাইয়ের মূল কর্মসূচিতে শুভেন্দুকে ঢুকতে বাধা দেয়নি পুলিশ। কিন্তু উনি ২০১১ সালের নেতাই-কাণ্ডে নিহতদের এক জনের বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। সে সময় ওই বাড়িতে 'অন্য একটি পক্ষের' প্রতিনিধিরা ছিলেন।

সৌমেন্দ্রনাথবাবুর দাবি, সে সময় শুভেন্দুবাবুকে সেখানে যেতে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। হাই কোর্টে দায়ের করা মামলায় শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ ছিল, তাঁর কাঁথির বাড়ির সামনে রাত ২টো পর্যন্ত উচ্চস্বরে মাইক বাজানো হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁর উপর নজরদারির জন্য বাড়ির দরজা, জানালা লক্ষ্য করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে বলেও অভিযোগ জানান তিনি। এমনকি, নিরাপত্তাজনিত দিক থেকে তাঁর বাড়ি স্পর্শকাতর এলাকা হলেও সেখানে রাজ্যের শাসকদলের কর্মী সমর্থকেরা যখন-তখন মিছিল-সমাবেশ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সৌমেন্দ্রনাথবাবুর যুক্তি, নজরদারি নয়, নিরাপত্তার স্বার্থেই বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে পুলিশ। যদিও নিরাপত্তার দিক থেকে স্পর্শকাতর এলাকায় অবাধে মিছিল-সমাবেশ বা আইন ভেঙে গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজানোর ব্যাখ্যা দেননি তিনি। প্রসঙ্গত, ২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে ২০২১-এর জানুয়ারিতে 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা'র দাবিতেও কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে গত জুন মাসে হাই কোর্টে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার তাঁকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমতুল নিরাপত্তা দেয়নি। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী যা তাঁর প্রাপ্য। এখনও তাঁকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

# জেলেই থাকতে হবে, আরও ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে অনিল দেশমুখ

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আপাতত জেলেই থাকতে হবে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে। বৃহস্পতিবার অনিল দেশমুখকে আরও ১৪ দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে বন্দি রয়েছেন অনিল দেশমুখ। তোলাবাজি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২১ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল অনিল দেশমুখকে।

অনিল দেশমুখকে গত বছরের ২ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত মঙ্গলবারই অনিল দেশমুখের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল একটি বিশেষ আদালত। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার আরও ১৪ দিনের অনিল দেশমুখকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

# বুল্লি বাই অ্যাপ মামলার চতুর্থ অভিযুক্ত ওড়িশা থেকে গ্রেফতার

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : বহুচর্চিত বুল্লি বাই অ্যাপ মামলার চতুর্থ অভিযুক্তকে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ। নীরজ সিং নামে অভিযুক্তকে (২৮ বছর) ওড়িশা থেকে মুম্বাইয়ে আনছে মুম্বই পুলিশ। এর আগে এই মামলায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। এই তিনজনের জামিনের সিদ্ধান্ত বান্দ্রা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থগিত রেখেছে। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শ্বেতা সিং, বিশাল ঝা এবং মায়াঙ্ক রাওয়ালের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার সাইবার সেল ওড়িশা থেকে নীরজ সিংকে গ্রেফতার করেছে। এর আগে সুলি ডিল মামলায় নীরজ বিশ্রোই, ওমকারেশ্বর ঠাকুরকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ। সুলি ডিল মামলায় শ্বেতা সিং, বিশাল ঝা, মায়াঙ্ক রাওয়ালকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে মুম্বই পুলিশ। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক বলেন, নীরজ সিংকে মুম্বইতে এনে পুলিশ বুল্লি বাই অ্যাপ এবং সুলি ডিল অ্যাপ উভয়কেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে।

উল্লেখ্য, মুসলিম মহিলাদের ছবির নিলামে এই চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

# গোয়ায় আম আদমি পার্টির প্রার্থীপদে উতল পার্রিকরকে নির্বাচনে লড়াইয়ের আহ্বান কেজরিওয়াল-র

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : গোয়ায় আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রয়াত নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পার্রিকরের ছেলে উতল পার্রিকরকে টিকিট দিল না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে নজর পড়ে। প্রার্থী তালিকায় দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের ঠাঁই না মেলায় এদিন টুইট করে আম আদমি পার্টির (আপ) প্রার্থী হওয়ার আহ্বান জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-র জাতীয় আহ্বায়ক নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন তিনি টুইট করে তাঁকে আপ দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, ইদানীং প্রকাশ্যেই বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে পানাজি কেন্দ্রের টিকিট পাওয়া নিয়ে মন কষাকষি চলছিল। তিনি অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁকে বাবার ছেড়ে যাওয়া পানাজি কেন্দ্রে টিকিট দিতে হবে। কিন্তু সেই দাবিকে গুরুত্বই দিল না বিজেপি। মনোহরের পানাজি আসনে তারা প্রার্থী করেছে আন্তাসিও বাবুশ মনসারেত্তেকে।

# পাকিস্তানের লাহোরে বিস্ফোরণে মৃত শিশু-সহ ৩, আহত কমপক্ষে ২০ জন

লাহোর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের লাহোরে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন একটি শিশু-সহ ৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার লাহোরের লাহোরি গেটের কাছে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পার্শবর্তী দোকান ও বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি মোটরবাইক। লাহোরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ অপারেশন মুহাম্মদ আবিদ খান জানিয়েছেন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে মাটিতে প্রায় ১.৫ ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়। আহতদের মায়ো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যে স্থানে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই স্থানে সর্বদাই মানুষের সমাগম থাকে। মায়ো হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণে আহত ২০ জনের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী উসমান বুজদার। দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

# ইউপিএ আমলে সৎ মায়ের মতো আচরণ করা হয়েছিল উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে : প্রহ্লাদ জোশি

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশি। বললেন, ইউপিএ আমলে সৎ মায়ের মতো আচরণ করা হয়েছিল উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে। কিন্তু, এখন উন্নয়ন হচ্ছে সেই রাজ্যে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৫৯ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। এদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পরই কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন জোশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশি বলেছেন, 'ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল তখনও উত্তরাখণ্ড গঠনের বিরোধিতা করেছিল। ইউপিএ শাসনকালে উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো আচরণ করা হয়েছিল।' জোশি আরও বলেছেন, 'বিগত ৫ বছর ধরে উত্তরাখণ্ডে বিকাশ হচ্ছে। দেশের সুরক্ষায় উত্তরাখণ্ডের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার উত্তরাখণ্ডে সামরিক ধাম প্রতিষ্ঠারও কল্পনা করেছে।'

# প্রতীক্ষা শেষ, শুক্রবারই উদ্বোধন সোমনাথ মন্দিরের কাছে নতুন সার্কিট হাউসের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতীক্ষা শেষ, শুক্রবারই গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের কাছে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন। দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুক্রবার নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেলা এগারোটা নাগাদ ভার্চুয়ালি নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতি বছর দেশ ও বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে যান। এখনকার সরকারি সুযোগ-সুবিধা মন্দির থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে নতুন সার্কিট হাউসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত এই সার্কিট হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৩০ কোটি টাকারও বেশি। ভিআইপি এবং ডিলাক্স রুম, কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম হল-সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই সার্কিট হাউসে।

# গোরক্ষপুরে যোগীর বিরুদ্ধে প্রার্থী ভীম আর্মির চন্দ্রশেখর আজাদ

লখনউ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে গোরক্ষপুরে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গোরক্ষপুর শহর যোগীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছে ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। দলিত নেতা আজাদ গত বছরই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যোগীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন তিনি। গত ১৫ জানুয়ারি প্রথম প্রার্থিতালিকা প্রকাশের সময় বিজেপির তরফে ঘোষণা করেছিল, গোরক্ষপুর শহর থেকে প্রার্থী হচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ। গোরক্ষপুর (শহর) আসনে ভোট হবে ৩ মার্চ। গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৫ বারের সাংসদ যোগী। এবার নিজে থেকেই ভোটে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যোগী। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ঘরের মাঠেই প্রার্থী করল যোগীকে। এই প্রথম বিধানসভা ভোটে লড়ছেন যোগী। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩১২টি আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট নিজের দখলে রেখেছিল গেরুয়া শিবির। সমাজবাদী পার্টি ৪৭টি আসনে জয়লাভ করে। মায়াবতী বিএসপির দখলে ছিল মাত্র ১৯টি আসন। সেবার কংগ্রেস মাত্র ৭টি আসন পায়। উত্তরপ্রদেশে এবার ৭ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই রাজ্যে নির্বাচন শুরু হবে ১০ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হবে ৭ মার্চ। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ মার্চ।

# দিল্লি হিংসায় প্রথম জেল, অভিযুক্তের ৫ বছরের কারাদণ্ড

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি হিংসা মামলায় প্রথম কোনও দোষীর কারাদণ্ড হল। দীনেশ যাদব নামে ওই ব্যক্তির ৫ বছরের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীনেশের আইনজীবী শিখা গর্গ জানিয়েছেন, ১২০০০ টাকা জরিমানাও ঘোষণা করা হয়েছে। আদালতের তরফে এখনও বিস্তারিত রায় প্রকাশ করা হয়নি। মাস খানেক আগে অতিরিক্ত দায়রা জজ বীরেন্দ্র ভাট দীনেশ যাদব ওরফে মাইকেলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ (বেআইনি সমাবেশে যোগ দেওয়া), ১৪৭ (দাঙ্গা বাধানো), ১৪৮ (মারণ অস্ত্রের ব্যবহার), ১৪৯, ৪৫৭ (বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ), ৩৯২ (ডাকাতি), ৪৩৬(অগ্নিসংযোগ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক। ২০২০ সালের ৮ জুন যাদবকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে একের পর এক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। মোট ৪৯ জন নিহত হন এবং প্রায় ২০০ জন আহত হন। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধক (এনপিআর)-এর বিরুদ্ধে কিছু মানুষের বিক্ষোভ চলছিল। মনোরি নামে ৭৩ বছর বয়সী এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০-র ৪ মার্চ গোকালপুরি থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। তাঁর অভিযোগ, ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ একদল মানুষ বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর ও ডাকাতি করে এবং তারপরে আগুন লাগিয়ে দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতেই দীনেশ যাদব ওরফে মাইকেলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

# ২৪ জানুয়ারি থেকে মহারাষ্ট্রে ফের খুলছে স্কুল, চলবে প্রথম-দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ২৪ জানুয়ারি, সোমবার থেকে মহারাষ্ট্রে ফের খুলছে স্কুল। সোমবার থেকে মহারাষ্ট্রের স্কুলে শুরু হবে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন। স্কুল খোলার বিষয়ে অনুমতিও দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গায়কওয়াড় জানিয়েছেন, স্কুলগুলিতে মেনে চলতে হবে কঠোর কোভিড-বিধি। মাস্ক বাধ্যতামূলক, স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। মহারাষ্ট্রের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গায়কওয়াড় বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ২৪ জানুয়ারি থেকে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য আমরা পুনরায় স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ষা আরও জানিয়েছেন, ২৪ জানুয়ারি থেকেই প্রাথমিক স্কুল খোলারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।

# উত্তর প্রদেশে ধাক্কা খেল কংগ্রেস, ইস্তফা রায়বেরেলী সদরের বিধায়ক অদিতি সিংয়ের

লখনউ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন রায়বেরেলী সদরের বিধায়ক অদিতি সিং। কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখে অদিতি জানিয়েছেন, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন, পাশাপাশি বিধায়ক পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন অদিতি। তারপরই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রায়বেরেলী সদরের বিধায়ক অদিতি সিং। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার সময় নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে বর্ণনা করেছিলেন অদিতি। বিধানসভার স্পিকারের কাছেও ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন অদিতি

# কোভিডে অসুস্থ প্রকাশ সিং বাদল, শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান ও পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাদল, বৃহস্পতিবার অসুস্থ প্রকাশ সিং বাদলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৪ বছর বয়সী প্রকাশ সিং বাদল, তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন লুধিয়ানার দয়ানন্দ মেডিকেল কলেজে। বৃহস্পতিবার সকালে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছেন, 'প্রকাশ সিং বাদলের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।'

# শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় জর্জরিত উত্তর ভারত, ট্রেন পরিষেবাও বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি থেকে পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ থেকে হরিয়ানা, বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশ-শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল উত্তর ভারতের এই রাজ্যগুলিতে। উত্তর প্রদেশের কানপুরে প্রবল ঠাণ্ডায় অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। কুয়াশার কারণে বৃহস্পতিবার উত্তর ভারতজুড়ে অনেকগুলি ট্রেনও বিলম্বে চলছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি (পালম ৫০ মিটার), পঞ্জাব (অমৃতসর ৫০ মিটার), হরিয়ানা (কারনাল ও হিসারে ৫০ মিটার), উত্তর প্রদেশ (লখনউ ৫০ মিটার), উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ (গোয়ালিয়র ৫০ মিটার), বিহার (পাটনা ও গয়ায় ৫০ মিটার)। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও অসমের ধুবরিতেও এদিন সকালে ছিল ঘন কুয়াশা। শীতের দাপট তো ছিলই, তার উপর ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতজুড়ে এদিন সকালে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সড়ক থেকে রেললাইন-সব কিছুই ছিল অস্পষ্ট। উত্তর রেলওয়ের সিপিআরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার প্রায় ১৩টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এর মধ্যে রয়েছে হাওড়া-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস, পুরী-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস, গোরক্ষপুর-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস, মুম্বই-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস এবং কানপুর-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস।

# ব্রহ্মোস সুপারসনিক মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ, নয়া প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ক্ষেপণাস্ত্র

বালেশ্বর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): ডিআরডিও-র মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। ব্রহ্মোস সুপারসনিক মিসাইলের একটি নতুন সংস্করণের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত। বৃহস্পতিবার ওডিশার বালেশ্বরের উপকূল থেকে ব্রহ্মোস সুপারসনিক মিসাইলের নতুন সংস্করণের সফল উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রতিরক্ষা দফতর সূত্রের খবর, একেবারে নয়া প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ক্ষেপণাস্ত্র। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ-এর ৩ নম্বর লঞ্চ প্যাড থেকে সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ব্রহ্মোস সুপারসনিক মিসাইলের নতুন সংস্করণের। ডিআরডিও আরও জানিয়েছে, কন্টোল সিস্টেম-সহ একেবারে নয়া প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ক্ষেপণাস্ত্র।

# বিজেপি-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন সপা বিধায়ক প্রমোদ, গেরুয়া শিবিরে প্রিয়াঙ্কা মৌর্যও

লখনউ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক প্রমোদ গুপ্তা, বৃহস্পতিবার বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন প্রমোদ। প্রমোদ গুপ্তা হলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের শ্যালক। প্রমোদ গুপ্তা ছাড়াও এদিন বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা মৌর্যও। উত্তরপ্রদেশে ভোট আসছে। আর যথারীতি শুরু হয়ে গিয়েছে দলবদলের পালা। এক দিন আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব। আর বৃহস্পতিবার মুলায়মের শ্যালক যোগ দিলেন বিজেপিতে। প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা মৌর্যও যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। এর আগে অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রমোদ বলেছিলেন, 'মুলায়ম সিং যাদবকে বন্দী করে রেখেছেন অখিলেশ এবং দলে তাঁর অবস্থান খুবই খারাপ... অপরাধী এবং জুয়াড়িদের সমাজবাদী পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

# অমৃতকালের এই সময় জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সময় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): অমৃতকালের এই সময় জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সময়। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় নয় এখন, বরং জেগে উঠে সংকল্প পূরণ করতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আগামী ২৫ বছর, কঠোর পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যার ২৫ বছর।' বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রিমোটের বোতাম টিপে "আজাদি কে অমৃত মহোৎসব সে স্বর্ণিম ভারত কে ওর" কর্মসূচির সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ব্রহ্ম কুমারী সংস্থার দ্বারা "আজাদি কে অমৃত মহোৎসব সে স্বর্ণিম ভারত কে ওর" কর্মসূচির সূচনা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে স্বর্ণিম ভারতের জন্য ভাবনাও রয়েছে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনও রয়েছে। দেশের জন্য অনুপ্রেরণার পাশাপাশি ব্রহ্মা কুমারীদের প্রচেষ্টাও রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশের প্রগতিতেই আমাদের প্রগতি নিহিত রয়েছে। দেশের অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব, এই ভাবনা ও উপলব্ধিই নতুন ভারত গড়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব যখন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন, মহিলাদের নিয়ে পুরানো চিন্তায় নিমজ্জিত, সেই সময় ভারত মাতৃশক্তির পুজো দেবী রূপে করে।...অমৃত মহোৎসবে দেশ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করছে, সেই সংগ্রামে কত মহিলা নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন। বর্তমানে দেশ লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি নারী শক্তির অবদানকে স্মরণ করছে।' মোদীর কথায়, 'অমৃতকালের এই সময় আমাদের জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সময়। আমাদের এমন একটি ভারত তৈরি করতে হবে যার শিকড় প্রাচীন ঐতিহ্যে নিহিত থাকবে এবং যা আধুনিকতার আকাশে অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। দেশের গণতন্ত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন। বর্তমানে দেশের সরকারে মহিলা মন্ত্রীরা বড় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।' এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নিজেদের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের। নিজেদের আধ্যাত্মিকতা, বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রচার করতে হবে, আর একই সঙ্গে প্রযুক্তি, অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ক্রমাগত আধুনিকায়ন করতে হবে।' মোদী আরও বলেছেন, 'অমৃতকালের এই সময় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় নয়, বরং জেগে উঠে সংকল্প পূরণ করতে হবে। আগামী ২৫ বছর, কঠোর পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যার ২৫ বছর। শত বছরের দাসত্বের মধ্যে আমাদের সমাজ যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে এই ২৫ বছরের সময়কাল।'

# মণিপুরে ঝরে পড়ল ঘাসফুল তৃণমূলের একমাত্র বিধায়কের বিজেপিতে যোগদান

ইমফল, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : মণিপুরে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনের দোড়গোড়ায় মণিপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা মণিপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংঘল তৃণমূল বিধায়ক টি রবীন্দ্র সিংহের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপিতে বরণ করেছেন। এদিন মণিপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াই. সুরচন্দ্রও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াই সুরচন্দ্রও আজ যোগদান করেছেন বিজেপিতে।

এক টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মণিপুরে বিজেপি পরিবারে বিধায়ক টি রবীন্দ্র সিংহকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে তিনি আরও লেখেন, মণিপুরে মানুষের বিশ্বাসের উপর ভর করে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহের অসামান্য অবদান রয়েছে।

মণিপুরে কংগ্রেসেও বড়সড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেস বিধায়ক চান্তনলিয়েন আমুও বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। দিন-কয়েকের ব্যবধানে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াই সুরচন্দ্র আজ বিজেপিতে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকে আরও দুর্বল করেছেন।

# প্রয়াত রেমো ডি'সুজার শ্যালক ওয়াটকিনস আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত রেমো ডি'সুজার শ্যালক তথা সহ-পরিচালক জেসন ওয়াটকিনস। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের মিল্লাত নগরে নিজের বাড়ি থেকেই তাঁর দেহটি উদ্ধার হয়। ওয়াটকিনস আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তবে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বলেই দাবি তদন্তকারীদের।

আপাতত গোয়ায় ছিলেন পরিচালক ও কোরিওগ্রাফার রেমো ডি'সুজা এবং তাঁর স্ত্রী লিজেল। বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দের মাঝেই বৃহস্পতিবার দুঃসংবাদটি পান তাঁরা। বাড়ি থেকেই ভাইয়ের নিথর দেহ উদ্ধারের কথা জানতে পারেন লিজেল। একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, বাড়ি থেকে কুপার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় জেসনকে। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই জেসনের মৃত্যু হয়। ওশিওয়ারা থানার পুলিশ জেসনের দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

সহ-পরিচালক হিসাবেই কাজ করতেন জেসন। কী কারণে মৃত্যু হল তাঁর, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কীভাবে জেসনের মৃত্যু হল, তা ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরই জানা যাবে।

কেন জেসনের মৃত্যু হল, তা বুঝতে পারছেন না রেমো ডি' সুজার ঘরনি লিজেলও। ভাইয়ের মৃত্যুতে কার্যত শোকস্তব্ধ তিনি। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভাইয়ের ছবি শেয়ার করেন লিজেল। লেখেন, "কেন? কীভাবে তুমি এটা করতে পারলে? আমি কখনও ক্ষমা করব না।"

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ড্রাগস ও নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ঃ সুশান্ত চৌধুরী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ড্রাগস ও নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি ক্লাব ফোরামকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। কারণ ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই কারোর একার নয়। এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে এবং যুব সমাজকে রক্ষা করতে সম্মিলিত প্রয়াস একান্ত দরকার। পুলিশের একার পক্ষে ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন জনচেতনা গড়ে তোলা। আজ আগরতলা টাউন হলে ক্লাব ফোরামের প্রতিনিধিদের সাথে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় একথা বলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং আগরতলা ক্লাব ফোরামের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভার মুখ্য বিষয় ছিল নেশা বা ড্রাগস থেকে কিভাবে সমাজকে মুক্ত করা যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত মুক্ত আলোচনাচক্রে মতামত নেওয়া হয় রাজধানী শহরের বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের। প্রায় শতাধিক ক্লাবের প্রতিনিধি এদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রত্যেক আলোচনাকারীর বক্তব্য সম্পর্কে অবগত হন। তিনি বলেন, ড্রাগসের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এজন্য ক্লাব ফোরামকে আরো ভাবনা চিন্তা করতে হবে। এজন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে হবে। প্রয়োজনে কোন কোন জায়গায় নেশা বা ড্রাগসের আসর বসছে সেখানে মিলিতভাবে অভিযান করবো এবং নিজেও সেই অভিযানে সামিল হবো। নেশার আসরের প্রসঙ্গে সন্ধ্যার পর উমাকান্ত মাঠের সার্বিক অবস্থার চিত্র নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, নেশা বা মাদকে আচ্ছন্ন কোন ব্যক্তির পরিবার যদি সাহায্য চায় তবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে ক্লাবগুলিকে। দরকারে প্রত্যেকটি ক্লাবে সচেতনতামূলক মিটিং করতে হবে এবং নিজ নিজ এলাকায় থাকা পরিবারগুলিতে চিঠি পাঠিয়ে সেই মিটিংয়ে যোগ দিতে বলতে হবে। প্রত্যেকটি ক্লাবকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ড্রাগসের বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজের স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এভাবেই সম্মিলিত লড়াই করতে হবে।

ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরো সামাজিক কাজ করারও আহ্বান জানান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রক্তদানের মতো মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে বলেন তিনি। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রীর কথায়, করোনা মহামারির সময়ে রক্তদান শিবির কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তাই এখন প্রত্যেকটি ক্লাবকে নিয়মিত রক্তদান শিবির করার উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রতিটি ক্লাবে একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হবে। সেই ক্যালেন্ডার ধরে রক্তদানের আয়োজন করলে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের স্বল্পতা অনেকাংশে মিটে যাবে। পাশাপাশি গ্রাম থেকে শহরে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের রক্তের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রাখেন তিনি।

# পূর্ব পিলাকে তিপ্রা মথার যোগদান সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ জানুয়ারি।।** তিপ্রমথা দলের উদ্দ্যোগে পূর্ব পিলাক বাজারে অনুষ্ঠীতহয় এক আলোচনাসভা ও যোগদানসভা। আগামী ২৩ শের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে অন্যান্যদলের সাথে তালমিলিয়ে সংগঠনকে আরো শক্তিশালীকরে গড়েতোলতে প্রতিনয়ত কাজকরেচলছে তিপ্রামথা দল। বৃহস্পতিবার বিকেলবেলায় জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের পূর্ব পিলাক বাজারে তিপ্রামথা দলের উদ্দ্যোগে এক আলোচনাসভা ও যোগদান সভার আয়োজনকরাহয়। আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠীতহয় যোগদানসভা। আজকের যোগদানসভায় বিভিন্ন দলত্যাগকরে ৪৭ পরিবারের ১২৭ ভোটার তিপ্রামথা দলে যোগদানকরে। তিপ্রামতা দলকতৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনাসভা ও যোগদানসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বৃশকেতু দের্বমা, টিটি এডিসির এক্সিউটিভ মেম্বার রাজেশ ত্রিপুরা, ইয়ুথ তিপ্রামথার জি এস ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ইয়ুথ তিপ্রামথার ভাইস প্রেসিডেন্ট সিহানু মগ, ইয়ুথ তিপ্রামথার সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌরব মগ চৌঁধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা তিপ্রামথা দলের মূললক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে জানানদেন। তারপাশাপাশি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠনে সকলে একত্রিতহয়ে কাজকারার বিশেষ আহব্বানজানান। তিপ্রামথা দলকতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনালক্ষ্যকরাযায়।

# বাংলাদেশী যুবক ধৃত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** চাম্পাহাওর থানা এলাকা থেকে বিএসএফের জওয়ানরা এক বাংলাদেশী যুবককে আটক করেছে। আটক যুবকের নাম স্বপন দাস। বাড়ি বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গল থানা এলাকার উদনাছড়ায়। তাকে বিএসএফের জওয়ানরা চাম্পাহাওর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

জানা গেছে, ১১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাকে সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় আটক করে। অবশ্য তার কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো জিনিসপত্র উদ্ধার করা যায়নি। বেআইনি অনুপ্রবেশ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

# করোনার বিশেষ টিকাকরণ অভিযান, খোজ নিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জানুয়ারি।।** ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে করোনার টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকার তিনদিনের যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা সফল করার লক্ষ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সহ জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকা সফর শুরু করেছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে তিন দিন ব্যাপী বিশেষ শিবির সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের করোনার ভয়ঙ্কর থাবা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার তিন দিনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান। রাজ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের করোনার টিকাকরণে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। ১৯ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান কর্মসূচী চলবে ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত। রাজ্যের ৭৩৪টি স্কুলে চলছে করোনার এই বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচী। বৃহস্পতিবার বিলোনীয়ায় গিয়ে বেশ কয়েকটি স্কুলে করোনার এই টিকাকরণ কর্মসূচীর বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিলোনীয়া গার্লস এইচ এস স্কুলে এদিন যান মন্ত্রী। মন্ত্রী টিকা দান শিবির সফর করার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

# খবরের জেরে সন্ধান মিলল বহিঃরাজ্যের নিখোঁজ যুবকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ জানুয়ারি।।** অবশেষে খবরের জেরে আগরতলায় রাজ মিস্ত্রির কাজে এসে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যুবকের সন্ধান পেল তার পরিবার।প্রায় তিন মাস নিখোঁজ থাকার পর সন্ধান মিললো বহিঃ রাজ্যের হালিম উদ্দিন(২৯) নামের ঐ যুবকের। বর্তমানে সে বিলোনিয়ার বনঘর এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজে নিয়োজিত রয়েছে।স্বস্তি ফিরে পেল নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যুবকের পরিবার পরিজন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়,গত একুশ অক্টোবর পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন বাইপাস রোডের হরিনগরে বাসিন্দা হালিম উদ্দিন কাজের উদ্দেশ্যে আগরতলা আসে। এদিন নিজ বাড়ি থেকে ট্রেন যোগে রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য আগরতলার বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় আসে।সেখানে একটি পূর্ব পরিচিত ভাড়া বাড়িতে উঠে।এদিন রাতে পরিবারের সকলের সাথে কথা বললেও পরের দিন অর্থাৎ বাইশ অক্টোবর থেকে হালিমের মোবাইল সুইচ অফ পায় তার পরিবারের লোকজন। পরবর্তীতে ভাড়া বাড়ির মালিকের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানায়,বাইশ অক্টোবর সকাল বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি হালিম।তখন তেইশ অক্টোবর পরিবারের লোকজন ভাড়া বাড়ির কাজের মাসি রেশমা খানমকে দিয়ে পূর্ব থানায় একটি নিখোঁজ ডায়রি করায় বলে পরিবারের দাবি। কিন্তু প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও নিখোঁজ হালিমের পরিবার তার কোন সন্ধান না পাওয়াতে সংবাদ মাধ্যমের শরণাপন্ন হয়।সেই নিখোঁজের খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের পর বুধবার সন্ধ্যায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া হালিম উদ্দিন তার ভাইয়ের মোবাইলে ফোন করে।ফোন পেয়ে পরিবারের লোকজনদের মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে।বড় ভাইয়ের সাথে কথোপকথন এ অপরপ্রান্ত থেকে হালিম জানায়,সে ভাল,সুস্থ ও নিরাপদে আছে। সে বর্তমানে বিলোনিয়া বনঘর এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি চলে আসবে।

# সোনামুড়ায় টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ জানুয়ারি।।** অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। সফরকালে ওইসব এলাকার জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে নিজেরা নিরাপদে থাকার উপায় হিসেবে যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার পরামর্শ দেন।

মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল এদিন সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেন। দুপুর ১টায় সোনামুড়া শহরের সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের টিকাকরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন ছাত্রীদের সাথে। পরে এক সাক্ষাতকারে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল জানান, ১৫ থেকে ১৮ বছরের সকলকেই ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে ভ্যাকসিন এর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

## দাম্পত্য

● প্রথম পাতার পর

সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, বর্তমানে সুভাষ রায় বর্মনের স্ত্রী বাড়িতেই আছে, সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নন্দী পাড়া এলাকায়।

## জনসচেতনতায়

● প্রথম পাতার পর

৪৩৮ জন, উত্তর জেলায় ১০৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪১ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৫০ জন, ধলাই জেলায় ১২৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৩১ জন, খোয়াই জেলায় ৪৬ জন এবং গোমতি জেলায় ১৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

## কমিটি

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান করোনা পরিস্থিতি কি ভাবে মোকাবেলা করা হবে এই বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই বৈঠকে। করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য জেলা স্তর থেকে মণ্ডল স্তর পর্যন্ত ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজেপির ১০ টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে।এই সাংগঠনিক জেলা গুলিতে করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত কমিটির ইনচার্জের নাম ঘোষণা করেন রাজীব ভট্টাচার্য।

## বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

মোবাইল ফোন ট্রেকিং করে জানা গেছে ওই নাবালিকাকে নিয়ে অভিযুক্ত যুবক বর্তমানে নাগপুরে অবস্থান করছে। মহিলা থানার পুলিশকে এসব বিষয়ে জানানোর পরও কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অপহৃতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অপহৃতা নাবালিকার বাবা জয়দুল হোসেন এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন।

## মোহন ভাগবত

● প্রথম পাতার পর

সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হবেন। এছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথেও তিনি ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন। আরএসএস-প্রধান জেড প্লাস শ্রেণির নিরাপত্তা পান। সে মোতাবেক সমস্ত আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, মোহন ভাগবতের ত্রিপুরা প্রবাসে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকটা বদল আসতে চলেছে। ২০১৭ সালেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ত্রিপুরা সফর বিজেপির বিজয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এবার আবারও তাঁর সফরে শাসক দল বিজেপি টনিক পাবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

## অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

কাছে দাবি করে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতে হবে নতুবা তারা পথ অবরোধ তুলবে না। এই কথা শুনেই অবরোধকারী প্রমিলা বাহিনীদের সাথে আলোচনা করে বোঝানোর চেষ্টা করে ঋষ্যমুখ ব্লকের আধিকারিক থেকে শুরু করে জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকরা। নাছোড়বান্দা অবরোধ কারীরা কোন কথা মানতেই নারাজ। অবশেষে কিছু দিনের মধ্যে এলাকাতে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ কারীরা পথ অবরোধ মুক্ত করে।

## গ্রেফতার

● আটের পাতার পর

সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে জালে তোলা সম্ভব হয়েছে। তিনি ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বহুসংখ্যক গরু বাংলাদেশে পাচার করেছে বলে অভিযোগ। আটক কুখ্যাত গরু পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্র জড়িত আরো কয়েকজনকে আটক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানিয়েছেন।

## খতিয়ে দেখলেন

● প্রথম পাতার পর

অধিকর্তা চান্দনি চন্দ্রন, গোমতী জেলার জেলাশাসক আর এইচ কুমার প্রমুখ।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, কোভিড নিয়ে অযথা আতঙ্কের কিছু নেই। স্বাস্থ্যবিধিগুলি যথাযথভাবে মেনে চললে এবং সময় মতো টিকা নেওয়া হলে কোভিডের মতো অতিমারীকে মোকাবিলা করা যায়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে কোভিডের টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু নিজে টিকা নিলেই হবে না, অন্যরা যারা আছে তাদেরও টিকা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে হবে টিকা নেওয়ার মানে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখা, পরিবারকে সুস্থ রাখা।

তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এজন্য ইতিমধ্যেই নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, বর্তমানে ত্রিপুরায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের সাবধান থাকতে হবে। ত্রিপুরা সরকার ১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের টিকাকরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এতে সামিল হয়ে সবাইকে দ্রুত টিকা নিয়ে নিতে হবে। তবেই নিজে শুধু সুরক্ষিত থাকবে না অন্যকেও সুরক্ষিত রাখা যাবে। উপমুখ্যমন্ত্রী আজ বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এদিকে, ঊনকোটি জেলায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযানের দ্বিতীয় দিনে আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা কৈলাসহরের ৩টি স্কুল পরিদর্শন করেন। প্রথমে তিনি আরকেআইতে আসেন। সেখানে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল দাসও ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা নেতাজী বিদ্যাপীঠ ও শ্রীরামপুর সূর্যমণিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ টিকাকরণের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি নেতাজী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অসিত দত্ত এবং শ্রীরামপুর সূর্যমণিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরিন্দম সরকারের সাথে কথা বলেন ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে টিকাকরণের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। টিকাকরণের অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সোনামুড়া মহকুমার কুলুবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ ১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। সমবায় মন্ত্রী শ্রীপাল আজ সোনামুড়া মহকুমার কুলুবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ছাড়াও সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন ও ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। পরিদর্শনের সময় সমবায় মন্ত্রী শ্রীপাল বলেন, রাজ্য সরকার ১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকাকরণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযান। এই অভিযান সফল করে তুলতে তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ। তাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই সরকার এই বিশেষ অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে।

জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া আজ খোয়াই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তিনি আজ প্রথমে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি গণকি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকা গ্রহণে উৎসাহিত করেন।

এদিকে, বিলোনীয়া মহকুমার বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ ১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আজ বিলোনীয়া সফরে গিয়ে বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ছাড়াও বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় ও আর্য কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন ও টিকা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। পরিদর্শনের সময় তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই ৪২ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

## চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পোশাক ও রয়েছে।

এগুলো দেখেই সনাক্ত করা হয় যে ওই মাথার খুলি ও হাড়গোড় মিসিং হওয়া খোকন দেবনাথের। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন তুলছে মৃতের পরিবার যে খোকন গাছে উঠতে পারতো না। তাহলে ফাঁসি দিতে সে চল্লিশ হাত উঁচু গাছে উঠলো কিভাবে। এদিকে মৃতের ভাই এর অভিযোগ এটা খুনের ঘটনা। কারণ যে ব্যক্তি গাছে উঠতে পারে না সে চল্লিশ হাত উঁচু গাছে এবং এতো দূরে এসে আত্মহত্যা করবে কেন। মূলত মৃতের দেহের পরিহিত গেঞ্জি দেখে সনাক্ত হয় যে ওই ব্যক্তিই খোকন দেবনাথ।

জানা গেছে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া খোকন দেবনাথ পেশায় একজন কৃষিজীবী এবং প্রান্তিক চাষী ছিলেন। তার দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে বর্তমানে বেকারিতে কর্মরত এবং আরেক ছেলে কোন একটা কোম্পানির কাজে সুদুর চেন্নাইতে রয়েছেন।

সে যাই হউক সাত সকালে শান্তিনগর গ্রামের এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাতে নরখুলি উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এখন দেখার পুলিশ তদন্ত করে কত দূর এগুতে পারে। শেষে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলেই নর কঙ্কাল এর ময়নাতদন্ত করে খোয়াই এর ডিসিএম কে সামনে রেখে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। আসলেই কিভাবে মৃত্যু হয়েছে উনার।

## মহা লোক আদালত

● প্রথম পাতার পর

বিরোধ সংক্রান্ত ৮৪ টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ১৬১৩ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ২৭৫৭ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৪২ টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৪৪০ টি মামলা এবং অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৫৭ টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে। আগামী শনিবার সকাল ১০ টা শুরু হবে লোক আদালতের কাজ। আদালত চত্বরে করোনা অতিমারির জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশিকাগুলি মানা হবে।

তাঁর কথায়, আদালতের ভেতর এবং বাইরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। লোক আদালতে অংশ নিতে আসা সবার জন্যেই মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন।

## চালক

● প্রথম পাতার পর

মদের আসরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। একসময় বাকবিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করে। বাক-বিতণ্ডার জেরে সঞ্জীব দাস নির্মল দাসের ওপর হামলা চালায়। তাতে নির্মল দাস গুরুতরভাবে আহত হয়।

তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

## দিবস

● প্রথম পাতার পর

পূর্ণ রাজ্য ঘোষণা দেওয়ার পর ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য সংখ্যা হয় ষাট। আগামীকাল আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা।

# খেলাধুলা

## করোনা হানা উপেক্ষা করে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে বড় জয়, আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনা হানা উপেক্ষা করে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় ভারতের অনূর্ধ ১৯ দলের। ব্যাট ও বলে ভারতের পারফরম্যান্সের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না আয়ারল্যান্ড। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি দলের অধিনায়ক যশ ধূল-সহ ৬ জন ক্রিকেটার। এরপ্রো আয়ারল্যান্ডকে ১৭৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিল ভারতের অনূর্ধ ১৯ দল। আর এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত।

টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় আয়ারল্যান্ড। আর সেই সুযোগ নষ্ট করেনি ভারতীয় দল। প্রথমে ব্যাট করে ভারত করে ৫ উইকেটে ৩০৭ রান। ভারতের ওপেনার হরনুর ৮৮ ও অঙ্গকৃশ ৭৯ রান করেন।

তিন নম্বরে নামা রাজ বাওয়া করেন ৪২ রান। যশ ধূল না থাকায় দলকে নেতৃত্ব দেন নিশান্ত সিন্ধু। তিনি করেন ৩৬ রান। ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে যান রাজবর্ধন সুহাস হঙ্গারগেকর।

৩০৭ রানের পাহাড়প্রমাণ টার্গেট তাড়া করতে নেমে একেবারে শুরু থেকে উইকেট হারাতে থাকে আয়ারল্যান্ড। তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৯ ওভারেই। আয়ারল্যান্ড শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৩৩ রানে। আইরিশ ব্যাটারদের মধ্যে স্কট ম্যাকবেথ সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন। বাকিরা ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। ভারতের বোলারদের মধ্যে দু'টি করে উইকেট নেন গর্ব অনিল সাঙ্গওয়ান, অনীশ্বর গৌতম ও কৌশল তাম্বে। একটি উইকেট নেন বাঁ হাতি পেসার রবি কুমার। রাজবর্ধন ও ভিকি অস্তওয়ালও একটি করে উইকেট নেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

## অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বড় বিপর্যয়, অ্যান্ডি মারে কোয়ালিফায়ার ট্যারো ড্যানিয়েলসের কাছে হার

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২০ নম্বর থাকা কোয়ালিফায়ার জাপানের ট্যারো ড্যানিয়েলসের কাছে হেরে বিদায় নিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তিনবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি মারে।

ড্যানিয়েলস পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে মারেকে পরাজিত করেন। ম্যাচটি দুই ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ধরে চলে। ডেনিয়েলস অ্যান্ডি মারের বিরুদ্ধে শুরুর দুই সেট ৬-৪, ৬-৪ জিতেন। মারে এক পর্যায়ে তৃতীয় সেটে ৪-৩ এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু ট্যারো তারপরে ফিরে আসেন এবং তৃতীয় সেট ৬-৪ জিতে নেন।

মহিলাদের বিভাগে গারবাইন মুগুরুজা এবং ষষ্ঠ বাছাই অ্যানেট কন্টাভিট বৃহস্পতিবার হেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন।

স্পেনের আলিজ কর্নেট ৬-২, ৬-৩ গেমে মুগুরুজাকে পরাজিত করেন। মুগুরুজা নারী বিভাগে বাদ পড়া শীর্ষ বাছাই খেলোয়াড়। মহিলাদের একক বিভাগে অ্যালিজ কর্নেটের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ৬১।

## দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ হেরে টেস্ট তালিকায় পতন ভারতের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরে যাওয়ায় আইসিসি-র টেস্ট ক্রমতালিকায় তৃতীয় স্থানে নেমে গেল ভারত। অন্য দিকে ৪-০ ব্যবধানে অ্যাশেজ সিরিজ জিতে টেস্টে শীর্ষ স্থানে উঠে এল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।

সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট জেতার পরে জোহানেসবার্গ ও কেপ টাউনে হারতে হয় বিরাট কোহলীদের। তার প্রভাব পড়েছে পয়েন্ট তালিকায়। পয়েন্ট কমেছে ভারতের। অন্যদিকে চারটি টেস্ট জিতে অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১১৯। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ শেষ করার পরে নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট হয়েছে ১১৭। অ্যাশেজ হেরেও তালিকায় চার নম্বর স্থান ধরে রেখেছে ইংল্যান্ড। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের সুফল পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন ডিন এলগাররা।

ছয় নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের পয়েন্ট ৯৩। তালিকায় পরের দেশগুলি হল যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ে, আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।

## অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে রাডুকানুর বিদায়

শুরুটা দারুণ হয়েছিল এমা রাডুকানুর। এরপরই বিপত্তি। হাতের সমস্যায় নিতে হয় সেবাশুশ্রূষা। টেপ পেচিয়ে তবু চালিয়ে যান লড়াই। প্রথম সেট হারের পর ঘুরে দাঁড়ান দারুণভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি তিনি। ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন ব্রিটিশ তারকার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন যাত্রা থেমে গেল দ্বিতীয় রাউন্ডে।

মেলবোর্নের মার্গারেট কোর্ট অ্যারেনায় বৃহস্পতিবার রাডুকানুকে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন মন্টিনেগ্রোর দানকা কোভিনিচ। প্রথমবারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ বত্রিশে জায়গা করে নিয়েছেন ২৭ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। প্রথম সেটে একটা সময় ৩-০ তে এগিয়ে ছিলেন রাডুকানু। এরপরই হাতের সমস্যায় চিকিৎসা নিতে হয় ১৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়কে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সেট জিতলেও শেষ সেটে আর পেরে ওঠেননি তিনি। জয়ের পর দানকা কোভিনিচের উল্লাসরাডুকানুর বিপক্ষে জিতে উচ্ছ্বসিত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৮ নম্বরে থাকা কোভিনিচ। প্রশংসা করলেন প্রতিপক্ষেরও। "এমার সঙ্গে এখানে খেলা এবং অনেক বছর পর প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্ল্যামের তৃতীয় রাউন্ডে ওঠা দারুণ অভিজ্ঞতা।" "এমার দারুণ সব ফলাফল আছে। এত কম বয়সে সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছে। সে দারুণ প্রতিভাবান। এই পর্যায়ে খেলতে পেরে আমি খুব খুশি।"

## আগামীকাল শুক্রবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নামছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নামছে ভারত। প্রথম ম্যাচে হারার পর এই ম্যাচে কয়েকটি পরিবর্তন হতে পারে। সিরিজ শুরুর আগেই অধিনায়ক কেএল রাহুল বলে দিয়েছিলেন, রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে তিনি ওপেন করবেন। ফলে এই ম্যাচেও তিনিই শুরুতে নামবেন। প্রথম ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সব থেকে বেশি রান করা শিখর ধওয়নই ওপেনিংয়ে আরও এক বার রাহুলের সঙ্গী হবেন।

তিন নম্বরে বিরাট কোহলীর নামা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। আগের ম্যাচে ৫১ রান করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বড় রান করা সময়ের অপেক্ষা। চার নম্বরে শ্রেয়স আয়ার নিজেকে ক্রমশ যোগ্য করে তুলছেন। কিন্তু আগের ম্যাচে রান পাননি। তাঁর বদলে সূর্যকুমার যাদবকে চার নম্বরে নামানো হতে পারে। ঋষভ পন্থ এই দলে এক নম্বর উইকেটরক্ষক। ফলে উইকেটরক্ষক হিসেবে তিনিই খেলবেন এবং পাঁচ নম্বরে নামবেন।

প্রথম ম্যাচে খুব খারাপ বল করেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্যাটের হাতও ভাল। দ্বিতীয় ম্যাচেও স্পিনার হিসেবে তিনিই খেলবেন। অশ্বিনের মতোই যুজবেন্দ্র চহালও প্রথম ম্যাচে ভাল বল করেছেন। শুক্রবারও স্পিন বিভাগে অশ্বিনের সঙ্গী হওয়া উচিত চহালেরই। ভারতীয় পেস বোলিংকে এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছেন যশপ্রীত বুমরা। নতুন বল হাতে শুক্রবারও তিনিই শুরু করবেন। বুমরার সঙ্গী কে হবেন, প্রশ্ন থাকছে তা নিয়েও। ভুবনেশ্বর কুমার আগের ম্যাচে ১০ ওভারে ৬৪ রান দিয়ে একটিও উইকেট পাননি। এই ম্যাচে তাঁর বদলে খেলানো হতে পারে মহম্মদ সিরাজকে।

## আনন্দের মুহূর্ত ছিল, হাঙ্গামাও ছিল: নেইমার

ফুটবলের বর্ণিল এক চরিত্র নেইমার। তার পথচলার বাঁকে বাঁকে গল্পের অন্ত নেই। শৈল্পিক ফুটবলের পসরা মেলে প্রশংসিত হন। সমলোচিতও হন নানা কাণ্ড করে। নেটফ্লিক্সের তিন পর্বের ডকুমেন্টরিতে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের ফুটবলার হয়ে ওঠা, পথচলা, জীবন দর্শন থেকে শুরু করে অনেক কিছুই উঠে এসেছে। সেখানে বরাবরের মতোই অকপটে নিজের একান্ত কথাগুলো মেলে ধরেছেন তিনি। 'The Perfect Chaos' নামের ডকুমেন্টরি প্রচারিত হওয়ার আগেই ভেতরের কিছু বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। ইএসপিএন-এর সঙ্গে আলোপচারিতায় নেইমারও কিছু বিষয় জানিয়েছেন। যেমন বলেছেন, সমালোচকদের অহেতুক কথা-বার্তা মোটেই পাত্তা দেন না তিনি। "যারা জানে আমি কে, কেমন-সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যারা আমাকে জানে না এবং আমাকে নিয়ে কেবল বাজে কথা বলে, আমি তাদেরকে পাত্তা দেই না।" "আশা করি, এরপরও লোকে এই ডকুমেন্টরি দেখবে এবং আমাকে তারা যে দৃষ্টিতে দেখে, ভাবে, এই তথ্যচিত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা বদলে দিতে পারে। আমার আশা, এরপর তারা আমাকে পছন্দ করতে শিখবে...এমনকি অল্প হলেও!" পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে গেলে নেইমার হারিয়ে যান অন্য জগতে। গান-বাজনা, আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন নিজের মতো করে। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যেও এমন আয়োজন করে সমালোচকদের রোষানলেও তিনি পড়েছেন একাধিকবার।

এই ডকুমেন্টরিতে নেইমার বাইরের মানুষকেও জানাতে চেয়েছেন তিনি কেমন। কেমন তার দিনের রুটিন, কাজ। একজন বাবা, সন্তান ও পিতা হিসেবে কেমন, সেটাও তুলে ধরতে চেয়েছেন সবার সামনে।

"সত্যিই খুব কম সংখ্যক মানুষ জানে, আমি আসলে কেমন। শুধু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার পরিবার ও কিছু সতীর্থ সেটা জানে এবং এখন আমার মনে হয়, আমার জীবনের কিছুটা অংশ আমি দেখাতে পারি (বাইরের মানুষকে); আমার প্রতিদিনের জীবন, কাজ, বাড়িতে আমি কেমন, একজন বাবা, সন্তান, ভাই হিসেবে কেমন। আশা করি, এই ডকুমেন্টরি মানুষকে সেই দিকগুলো দেখাবে।" "এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা কাজ করেছি (তথ্যচিত্রে)। শতভাগ সত্যি দেখাচ্ছি আমরা এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ।"

**Short Quotation Inviting Notice**

Sealed quotations on plain paper are hereby invited by the undersigned on behalf of the Tripura Forest Department, from the Registered/Licensed Nursery owners or government seedling suppliers for supplying of 250 nos. of ready .4o .use flowering pots with seasonal flowering plants in full bloom condition for beautification of the Parks & Gardens under Sadar Forest Sub-Division under TPGS, Forest Department, Governments of Tripura. The sealed tenders should be dropped in the Tender Box in the Office of the Sub- Divisional Forest Officer, Sadar Forest Sub-Division on or before 3.00 PM on 27/01/2022 and the same will be accepted by post/ courier/ hand. The tenders/ auctions are required to be dropped in the tender box placed for this purpose in the office of the undersigned in presence of the undersigned or authorized representative assigned by the undersigned for this purpose. The intending bidders or their authorized representatives may remain present at the time of opening the tenders. Sealed tenders received after the stipulated date and time will not be accepted. The tendered amount for supplying of one no. flowering pot with flowering plant planted in full bloom condition must be quoted both in figures and words inclusive of all taxes (if any). Details of the notice can be seen in the o/o the undersigned during office hours of any working day.

**(P. Chakraborty, TFS)**
**Sub-Divisional Forest Officer**
**Sadar Forest Sub-Division**
**Agartala, West Tripura**

**ICA-C-3429/2021-22**

**" SHORT NOTICE INVITING IMITATION "**

Sealed quotations are invited by the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafide manufacturers/authorized distributors or suppliers) , for supply of some medicines , for use in DCH (Dedicated Covid Hospital), IGM Hospital, Agartala . Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or befors **27/0112022 upto 4.30 P.M.** and last date of bid submission is **28/01/2022 upto 4.30 P.M.** & quotation will-be opened on **29/01/2022 at 1.30 P.M**. or on next working day at 12 noon, if possible interested bidders may remain present at the time of bid opening session.

**Medical Superintendent**
**IGM Hospital, Agartala.**

**ICA-C-3423/2021-22**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: **16/ EE/ PWD(R&B)/ STB/ 2021-22 DATED, 11-01-2022**
The **Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **02-02-2022** jor the **following works:- 1]** Mtc. of road from NH44 to Twikarma Holly Cross School (L=1.20 km) /SH:- GSB, WSM-lll, Re-carpeting , Carpeting, etc, portion from Ch.0.00km to 0.790 km. Estimated Cost:-**Rs. 24,26,477.00 2]** Mtc. of road from T 13 (NH 44) to Sukanta Market to Betaga Kanchan nagar Road Via Nath colony (L=2.59 km) /S:H:- Repairs to road by Re-carpeting, Grouting, old sand seal coat , road side drain etc. portion from Ch. 0.30 k.m to 0.70 k.m and Ch. 1.10 k.m to 2.10 k.m. during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 18,45,717.00 3]** FDR / Mtc. of different roads in West Side of NHO8 under The Baikhora PWD(R&B) Sub-Division during the year 2022-23 / SH:-Removal of land slide, patch,- soling, gunny bag placing etc. (Gr.II). Estimated Cost:- **Rs. 5,81,062.00 4]** Mtc. of approach road over Kalshi Cherra on the road from Kalimohan Para (PMGSY road) to Joykumar Para under Baikhora, PWD(R&B) Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Earth cutting & filling, Brick soling etc. Estimated Cost:- **Rs. 15,87,288.00 5]** Mtc. of road from B.B road to Old hospital road via Tapan Majumder house (L-0.700 k.m) and B.B road to PMGSY road via Ganjertilla (L=1.00 km) /S:H:- Repairs to road by Re-carpeting, Grouting, old sand seal coat , road side drain etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.70 k.m and Ch. 0.00 k.m to 1.00 k.m. during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 18,49,211.00 6]** FDR to different road in east side of the NH-08 under the Santinaiar patch Sub-division during the year 2022-23 / SH:- Removal of landslide, Protection work, patch soling, earth filling, gunny bag placing etc. Estimated Cost:- **Rs. 11,54,341.00 7]** 14DR to different' oad in west side of the NH-08 under the Santirbazar PWD(R&B) Sub-division during the year 2022-23 / SH:- Removal of landslide, Protection work, patch soling, earth filling, gunny bag placing etc. Estimated Cost:- **Rs. 11,53,807.00 8]** Mtc. of road from NH44- Chittagong colony road to Subhash colony School road via Tejendra Baidya Para (L=0.80km) /S:H:- Repairs to road by Metalling, Carpeting, seal coat etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.80 k.m during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 24,25,286.00 9]** Mtc. of road from NI-108 to Bogafa road via Marketing Co-operatives Office (L-0.300 k.m) , Approaches of New Bailey Bridge (L=0.060 km), Santirbazar Market to K.0 para (L=1.20km) /S:H:- Repairs to road by Metalling, Brit.:. Rf---carpeting, Grouting, old sand seal coat etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.30 k.m and Ch.0.00km to 1.20 km. during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 17,97,033.00 10]** Mtc. Of road from Birchandra Nagar H/S School to Maleha Reang para (L-1.00 k.m) & Karmibazar Bridge to Pramod Jamatia House road (0.500 km) /S:H:- Repairs to road by Re-carpeting, Repairs of Pot Holes, road sicie drain etc. during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 17,50,351.00 11]** Mtc. of road from Lalmirah Debbarma para to Jamatia para (L-1.946 k.m) /S:H:-Repairs to road by WBM-3, Repairs of Potholes, Re-carpeting & Carpeting, Seal coat etc during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 19,43,153.00 12]** Mtc. of road from NHO8 (Hathat Bazar) to Garo Colony Bazar via Jagannath Para (L-2.40 k.m) /S:H:- Repairs to road by metalling, carpeting, flat brick soling, road side drain etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.640 k.m during the year 2022-23. Estimated Cost:- **Rs. 24,17,139.00**

**(Er. Tapas Marak)**
**Executive Engineer, PWD(R&B)**
**Santirbazar Division, Santirbazar**
**South Tripura**

**ICA-C-3436/2021-22**

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

## ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন

**২১ জানুয়ারি, ২০২২, সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিট**

**রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং ১**

## পূর্ণরাজ্য দিবস সম্মাননা

### নাগরিক পুরস্কার :

| পুরস্কারের নাম | পুরস্কার প্রাপকের নাম | ক্ষেত্র |
|---|---|---|
| ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান | ডা. প্রতাপ সান্যাল | স্বাস্থ্য পরিষেবা |
| ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান | শ্রীমতি হেলেন দেববর্মা | সামাজিক কাজ |
| শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান | শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য | গীতিকার |
| মহারাণি কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান | শ্রীমতি দীপালি দেববর্মা | জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য |
| বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার | শ্রীমতি তানিয়া সাহা, আশার আলো স্বসহায়ক দলের সদস্যা | পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাল্ব উদ্ভাবনের জন্য |

### পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার :

| পুরস্কারের নাম | পুরস্কার প্রাপকের নাম | ক্ষেত্র |
|---|---|---|
| সুনাগরিক পুরস্কার | শ্রীমতি অন্তরা নাহা | সামাজিক কার্যক্রম |
| বেস্ট স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার পুরস্কার | আহরণ এডুস্মার্ট প্রাইভেট লিমিটেড | স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার |
| কৃষি/উদ্যান | শ্রী বিক্রমজিৎ চাকমা | উদ্যান পালন (কুল চাষ) |
| মৎস্য | শ্রী রাজশেখর দাস | উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষ |
| প্রাণী পালন | শ্রী মৃণালকান্তি দাস | শূকর পালন |
| গ্রামীণ শিল্প/ (হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, মৌমাছি পালন) | শ্রীমতি রীমা দেববর্মা | হস্তকারু |
| শিল্প উদ্যোগী | মেসার্স আনন্দ স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি | শিল্প উদ্যোগী |
| বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার | টকেন অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড | কর্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্র |
| শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার | দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেড | জীবন জীবিকা |
| শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার | শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য | শিক্ষা |

**তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর**
**ত্রিপুরা সরকার**

**ICA-D-1675/2021-22**

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

## টিআরটিসির এমডিকে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে দুই দফা দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং ইপিএফ পেনশনারস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে এই ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় ইপিএফ পেনশনারদের পেনশন প্রদান করতে হবে এবং লিভ স্যালারি প্রদান করতে হবে। তারা নবনিযুক্ত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে অবহিত করে বলেন ইতিপূর্বে তারা এসব দাবি পূরণের জন্য বহুবার আন্দোলন করেছেন।

কিন্তু তাদের দাবি পূরণ করা হয়নি। সে জন্যই নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে তারা পুনরায় এসব দাবি তুলে ধরেছেন। দাবি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

# ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় সফল চা বাগান শ্রমিক পরিবারের কৃতি ছাত্র অবিনাশ ভিল, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চা বাগান শ্রমিক পরিবারের কৃতি ছাত্র অবিনাশ ভিলকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে অবিনাশ ভিল সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব টিএফএসে তার নিজের প্রথম প্রচেষ্টায় সফলতার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চা বাগানের শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসা অবিনাশ ভিল এই সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত। যারা ভাবেন চা বাগানের কাজের মধ্যেই তাদের সন্তানকে সীমাবদ্ধ রাখবেন তাদের কাছে অবিনাশ উদাহরণ। অবিনাশকে দেখে গ্রাম পাহাড়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়বে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আশা প্রকাশ করেন, অবিনাশ ভিল তার নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর জীবনজীবিকার মানোন্নয়নে নিজে দায়িত্ব নেবে। নেতৃত্ব দেবে চা শ্রমিক সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষা ও বাছাইয়ের ফলেই অবিনাশ আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। এটা ওর ন্যায্য প্রাপ্তি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব অবিনাশ ভিলের পারিবারিক ও এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং কমিউনিটির উন্নতির বিষয়ে চিন্তাভাবনার পরামর্শ দেন। সৌজন্য সাক্ষাতের সময় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা বিশাল কুমার উপস্থিত ছিলেন।

## কুখ্যাত গরু পাচারকারী গ্রেফতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক কুখ্যাত পাচারকারীকে আটক করেছে। আটক গরু পাচারকারীর নাম সাহাব উদ্দিন ওরফে লালা। তার বিরুদ্ধে গরু পাচার সংক্রান্ত নয়টি মামলা রয়েছে। পুলিশ বহুদিন ধরেই তাকে আটক করার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছিল। কিন্তু তাকে আটক করা যাচ্ছিল না। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ ইচাইটুলগাও পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড থেকে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণ ধন সরকার জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও তাকে আটক করা সম্ভব হচ্ছিল না।

অবশেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ৯ দফা দাবিতে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** ৯ দফা দাবিতে পরিবহন দপ্তরে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। ইউনিয়নের নেতা অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পরিবহন দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, শ্রমিকদের সমস্যা গুলি পরিবহন দপ্তরের কর্মকর্তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে বীমা মাশুল কমাতে হবে এবং তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। এসব দাবি পূরণ না হলে মোটর শ্রমিকরা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অবিলম্বে দাবি পূরণ করে শ্রমিকদের এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

## পথ অবরোধ কৃষক পরিবারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়,২০ জানুয়ারি।।** বিশালগড়ের কোনাবন সীতাখলা এলাকায় ওএনজিসি র মেন গেটের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এক কৃষক পরিবার ও স্থানীয় লোকজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ড্রিলিং কাজের জন্য ওই এলাকার টিলার মাটি কেটে সমান করা হয়েছিল। টিলার মাটি কেটে সমান করার ফলে নিচু স্থানে কৃষক প্রদীপ পালের সবজি ক্ষেত পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কৃষক পরিবারকে আশ্বস্ত করেছিলেন তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বহুবার ওই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আশ্বাসবাণী ছাড়া বাস্তবে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবার মেইন গেটের সামনে বাশ বেঁধে পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়। অবরোধের ফলে ওএনজিসির কোনো যানবাহন বৃহস্পতিবার চলাচল করতে পারেনি। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে না দিলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

## জিরানিয়াতেও বাড়ছে করোনা সংক্রমণের হার, নমুনা পরীক্ষায় জোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** জিরানিয়া মহকুমা এলাকাতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করোণা পরীক্ষার পরিমাণ বাড়ানো এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে মহকুমা প্রশাসক।

উল্লেখ্য, বহি:রাজ্য থেকে যেসব ট্রেন রাজ্যে আসে সেইসব ট্রেনের যাত্রীদের অনেকেই করোনা পরীক্ষা না করানোর কৌশল হিসেবে আগরতলা স্টেশনে না গিয়ে জিরানিয়া স্টেশনে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। সে কারণেই জিরানিয়া স্টেশনেও করোণা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জিরানীয়ার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, চলতি বছরে ১ল জানুয়ারী থেকে ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত জিরানীয়া মহকুমা এলাকায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৯ জন। টেস্ট করা হয়েছে ৩,৮৭৬ জনের। হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৪৫৯ জন। এই পরিসংখ্যান দিলেন জিরানীয়ার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য। তিনি জানান, এই মহকুমা এলাকায় যে কোভিড কেয়ার সেন্টারটি রয়েছে তাতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে। কোভিড বিধি অমান্য করলে জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেবে বলেও বার্তা দিয়েছেন মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য। তিনি মহকুমার সকল স্তরের জনগণকে করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

## তিন মাস ধরে বেতন মিলছে না বৃহত্তর আন্দোলনে মাদ্রাসা শিক্ষকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।।** রাজ্যের মাদ্রাসার শিক্ষকরা গত তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। ফলে মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অবিলম্বে তাদের বকেয়া তিন মাসের বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এদিকে ত্রিপুরা মাদ্রাসা শিক্ষক এসোসিয়েশনের সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সাদেক মিঞা সহ অন্যান্যরা। এই আলোচনা সভায় বেশ কিছু দাবি তুলে ধরা হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন প্রদানের দাবিটি গুরুত্ব পায় এই আলোচনা সভায়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়াসহ মাদ্রাসাগুলি উন্নয়নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।


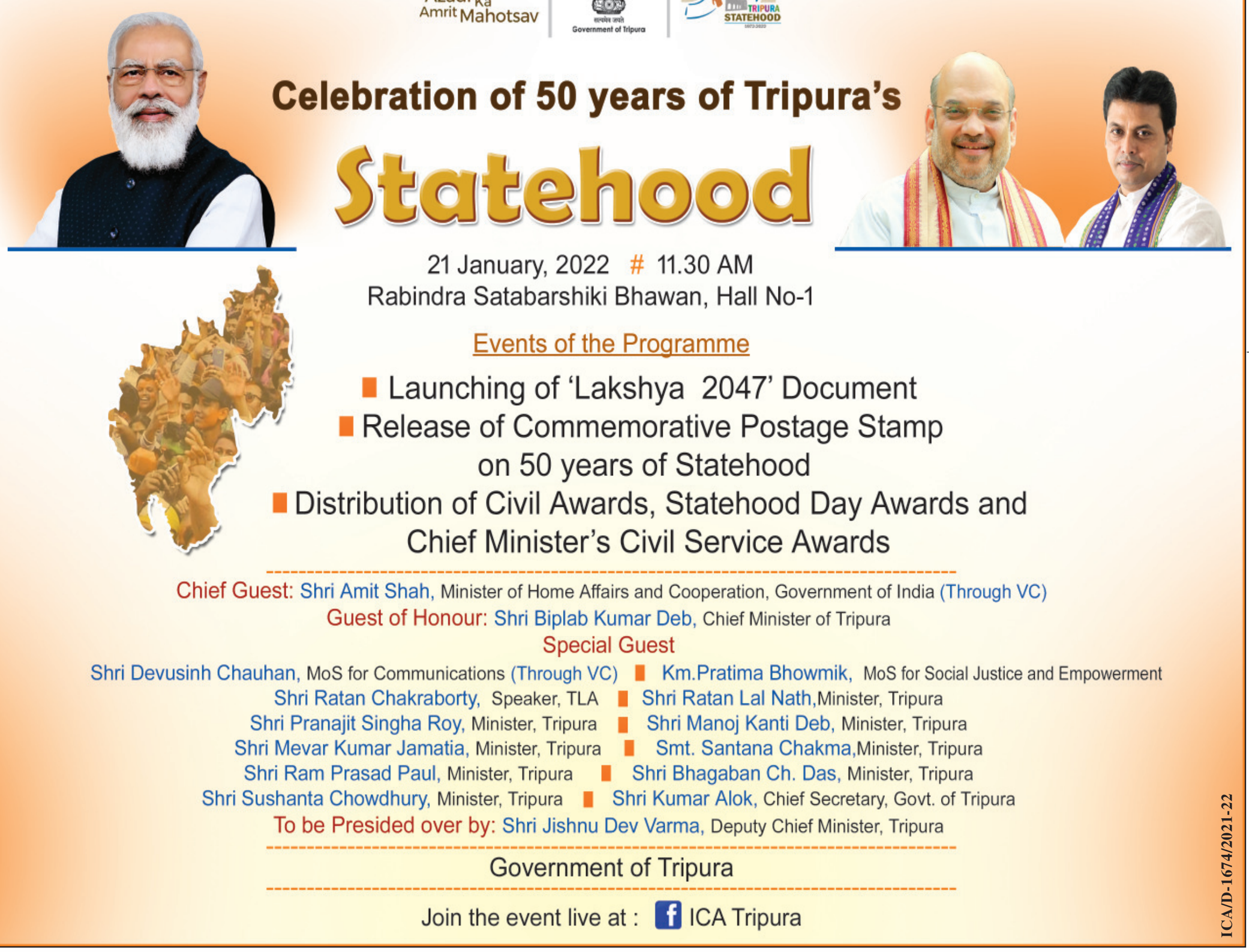



স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।